টিপু স্থলতান

-ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
-২০৪. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট. কলিকাত

শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র

করকমলেষু—

মহীশূরের নর-শার্দ্দূল হায়দার আলি খাঁ এবং তৎপুত্র টিপু সুলতানের নামের সঙ্গে ইতিহাস পাঠক মাত্রই পরিচিত। পলাশী যুদ্ধে বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন—হায়দার আলি খাঁ এবং টিপু সুলতান। হায়দার-টিপুর আত্মবলির সঙ্গে শুধু মহীশূরের স্বাধীনতা গেল না…প্রকৃত প্রস্তাবে সেই হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতব্যাপী অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

কয়েকজন স্বার্থপর ঐতিহাসিক টিপু সুলতানকে ধর্ম্মান্ধ ও পরমত অসহিষ্ণুরূপে অঙ্কিত করিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রয়োজন বোধে টিপু সময় সময় পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেও…আবার বহুক্ষেত্রে তাঁহার উদার মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হিন্দুর মন্দিরে পূজা উপচার প্রেরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই উদারতা ছিল বলিয়াই একদিন তাঁহার বিজয় কামনা করিয়া—হিন্দুর মন্দিরে এবং মুসলমানের মসজিদে সমস্বরে প্রার্থনা ধ্বনি উঠিয়াছিল।

"তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষত্ব ছিল, অনমনীয় স্বাধীনতা প্রীতি। বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া ঐ যুগের অন্যান্য অনেক রাজার মত তিনি নিজের রাজ্যে নিজের অধিকার বজায় রাখিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব মাত্রই তিনি সর্ব্বদা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। টিপুর ন্যায় স্বাধীনতা প্রীতির জন্য মৃত্যু এবং নিজের বংশের সর্ব্বনাশ স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারিত, ঐ যুগের এমন দ্বিতীয় আর একজন ভারতীয় নরপতির নাম করা কঠিন।" ডাঃ রমেশ মজুমদার

টিপুর চরিত্রের কয়েকটী বৈশিষ্ট :

মস্তান আওলিয়া নামক জনৈক পীরের প্রদত্ত নাম "ফতে আলি টিপু"। "টিপু" শব্দটী কোন ভাষা হইতে গৃহীত, ঠিক বলা যায় না··· নানা কারণে লোকে "টিপু" অর্থ "ব্যাঘ্র" মনে করে। "ব্যাঘ্র" মহীশূরের রাজকীয় নিদর্শন।···টিপু নিজেও প্রাসাদে অনেক বাঘ পুষিতেন। তাঁহার সৈন্যদের পোষাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মের চিত্র থাকিত।

অস্ত্রে লেখা থাকিত, "খোদার শেরই বিজয়ী।"

টিপু আড়ম্বর-হীন জীবন যাপন করিতেন···বিলাসিনী নারী তাঁহার নিকট ঘৃণার বস্তু। শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধের'পর তিনি সামান্য চটের উপর শয়ন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

টিপু বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন।···তাঁহার বিরাট পুস্তকালয়ে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পত্রাবলী তাঁহার জ্ঞানের পরিচায়ক।···চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প, বিজ্ঞান—সকল দিকেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল

তাঁহার অধীনে প্রায় ১৪০,০০০ নিয়মিত ১৮০,০০০ অনিয়মিত সৈন্য ছিল।···সেনাদলের শিক্ষার জন্য টিপু আঠারোটী পরিচ্ছদে বিভক্ত একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন।···

··· ফ্রান্সের রাজা, তুরস্কের সুলতান প্রভৃতি য়ুরোপীয় নরপতির সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার চলিত। কিন্তু ইঁহাদের নিকট পত্র লিখিতেও তিনি কখনও শ্রেষ্ঠত্বসূচক সম্বোধন পদ ব্যবহার করিতেন না।···

As Tippoo Sultan vowed to wage a holy war, the Almighty conferred the rank of Martyrdom upon him."

Epitaph suspended near Tippoo's grave.

He frequently said "that he would defend the fort to the last extremity, and that, as a man can die only once, it was of little consequence, when the period of his existence might terminate."

M. M. D. L. T.

"Tipu died sword in hand, fighting to the last. Thus perished "The Tiger of Mysore," the cleverest and most determined of all the opponents of the British."

H. G. Rawlinson.

নাটক রচনায় নিম্নোক্ত গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি—

War with Tipoo Sultan :

Lieutenant-colonel Alexander Beatson.

Haidar Ali & Tipoo Sultan :

Bowring.

The decisive Battles of India :

G. B. Malleson.

The History of the Reign of Tipu Sultan :

J. Mills.

History of Hyder Shah and Tipoo Sultan :

M. M. D. L. T.

টিপু সুলতান — আবদুল কাদের

টিপু সুলতান — মোজাম্মেল হক

(TRUE COPY)

Government of Bengal

Office of The Commr : of Police, Calcutta,

Detective Department.

From

The Dy : Commissioner of Police

CALCUTTA.

No 3833 DD···Dated—the 20th May, 1944

To

Salil Kumar Mitra, Esq.

Proprietor, Star Theatre.

79/3/4, Cornwallis Street,

Calcutta.

Dear Sir,

With reference to your letter No. S. T. 53/44, dated the 22nd April 1944, submitting a manuscript copy of the Bengali drama entitled "TIPU SULTAN" by Babu Mahendra Nath Gupta, M. A., I write to say that there is no objection to the play being staged.

Yours faithfully,

Sd. H. N. Sircar

20/5

Dy : Commissioner of Police

ষ্টার থিয়েটারে—প্রথম অভিনয় রজনী

শুক্রবার—১৯শে মে, ১৯৪৪

সংগঠনকারীগণ ঃ

সত্বাধিকারী	—	শ্রীসলিলকুমার মিত্র
পরিচালক	—	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সুরশিল্পী	—	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	—	শ্রীমতী নীহারবালা
মঞ্চসজ্জা	—	শ্রীজহর কুণ্ডু
মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক	—	শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী
রূপসজ্জাকর	—	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
স্মারক	—	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
আলোক সম্পাতকারী	—	শ্রীবিভূতি রায়
এন্‌প্লিফায়ার	—	শ্রীমধুসূদন আঢ্য
যন্ত্রীসঙ্ঘ	—	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
		শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
		শ্রীললিতমোহন বসাক
		শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস
		শ্রীবৃন্দাবন দাস
		শ্রীহারাধন বিশ্বাস
		কুমার গোপেন্দ্র নারায়ণ
		শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ

শিল্পী-সঙ্ঘ

হায়দার আলি	—	শ্রীরবি রায়
টিপু	—	শ্রীবিপিন গুপ্ত
মঁশিয়ে লালী	—	শ্রীভূমেন রায়
নানাফাড়নাবীশ	—	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
লর্ড কর্ণওয়ালিস	—	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জী
করিমশাহ	—	শ্রীসিধু গাঙ্গুলী
বাপুজি	—	শ্রীধীরেন দাস
স্যর্ আর্থার ওয়েলেস্‌লি	—	মিঃ ম্যালকম্
ব্রেথওয়েট	—	শ্রীবীরেশ্বর সেন (এমেচার)
পেশোয়া	—	মাষ্টার সতু
পূর্ণিয়া	—	শ্রীবিজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
নিজাম	—	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
সিন্ধিয়া	—	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
ভোঁসলা	—	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
হরিপন্থ	—	শ্রীরবি রায় চৌধুরী
তুহব্বর জঙ্গ	—	শ্রীবিমল ঘোষ
সৈয়দ গফ্‌ফর	—	শ্রীঅবিনাশ দাস
কমরুদ্দীন	—	শ্রীমণি চ্যাটার্জ্জি
জ্যোতিষ	—	শ্রীবাণী মুখার্জ্জি
আব্দুল খালেক	—	শ্রীমতী গীতা
মোয়াজউদ্দীন	—	শ্রীমতী কনক

অন্যান্য ভূমিকায়—শ্রীপান্নালাল মুখার্জ্জি, সন্তোষ শীল, ফণি সাহা, কালীপদবাবু, নগেনবাবু, নরেন মুখার্জ্জি, শৈলেন রায়।

কৃষ্ণাবাঈ	—	শ্রীমতী অপর্ণাদেবী
রুণী বেগম	—	শ্রীমতী উমা মুখার্জ্জি
সোফিয়া	—	শ্রীমতী বীণাদেবী
নর্ত্তক	—	গীতা ব্যানার্জ্জি

সখিসঙ্ঘ—মুকুলজ্যোতি, বীণা, রবি, রাণী, রাধা, হাসি, ইরা।

চরিত্র পরিচয়

হায়দার আলি খাঁ	মহীশূরের সুলতান
টিপু সুলতান করিমশাহ	} ঐ পুত্রদ্বয়
সৈয়দ গফ্ফর কমরুদ্দিন	} ঐ সেনাপতি
পূর্ণিয়া	ঐ দেওয়ান
আবদুল খালেক মোয়াজউদ্দীন	} টিপুর পুত্র
মাধবরাও নারায়ণ	পেশোয়া
নানাফাড়নাবীশ	ঐ প্রতিনিধি
সিন্ধিয়া ভোঁসলা	} মারাঠা নায়কগণ
নিজাম	হায়দ্রাবাদের নিজাম
হরিপন্থ	পেশোয়ার সেনাপতি
তুহব্বরজঙ্গ	নিজামের সেনাপতি
বাপুজী	অন্ধ জ্যোতিষী
জ্যোতিষ্ক	জনৈক প্রবঞ্চক
মঁশিয়ে লালী	হায়দার আলির ফরাসী সেনাপতি
লর্ড কর্ণওয়ালিশ	গভর্ণর জেনারেল
কাপ্তেন ব্রেথওয়েট স্যর আর্থার ওয়েলেসলী	} ইংরেজ সেনাপতি

মারাঠা সর্দ্দারগণ, দূত, প্রহরী, সৈনিকগণ।

রুণী বেগম	—	টিপুর বেগম
সোফিয়া	—	বাপুজীর কন্যা
কৃষ্ণাবাঈ	—	পেশোয়া জননী

টিপু স্থলতান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহীশূর প্রাসাদের মধ্যস্থ মুক্ত প্রাঙ্গন ; একখানি পত্র হাতে লইয়া বৃদ্ধ
হায়দার উত্তেজিত ভাবে পদচারণ করিতেছিলেন, একপার্শ্বে
সেনাপতি সৈয়দ গফ্ফর দণ্ডায়মান।

হায়দার। সৈয়দ গফ্ফর !

সৈয়দ। জনাবালি—

হায়। কোথায় সে ইংরেজ দূত ?

সৈয়দ। প্রাসাদ দ্বারে।

হায়। তাকে প্রাসাদ দ্বার হতেই মান্দ্রাজে ফিরে যেতে হবে। নিয়ে যাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এই পত্র। সেই দূতের সামনে এই পত্র পদতলে দলিত করে তাকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবে যে···মীমাংসার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজ দূতের আর সাক্ষাৎ হবে না ;—সাক্ষাৎ করব আমি ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে। যাও—

সৈয়দ জো হুকুম জনাবালি—

প্রস্থান

(করিম শাহের প্রবেশ)

করিমশাহ। পিতা—

হায়। কে, করিমশাহ ?

করিম। আপনি ইংরেজ দূতকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?

হায়। কারণ ইংরেজ সরকার আমায় ইতঃপূর্ব্বেই অপমান করেছে।

করিম। আপনাকে অপমান করেছে ?

হায়। হাঁ, আমার অধীনস্থ মাহীবন্দর তারা ফরাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমি কৈফিয়ৎ চাইলুম···ইংরেজ সরকার আমার কাছে উপঢৌকন সহ দূত পাঠাল ; সে উপঢৌকন হ'ল···একটা নিকৃষ্ট বন্দুক, আর একজোড়া ঘোড়ার জিন···এবং সে জিনও মুসলমানের অস্পৃশ্য শূকরচর্ম্মে নির্ম্মিত।

করিম তবু ইংরেজ দূতের সঙ্গে আপনার মিষ্টি ব্যবহার করা উচিত ছিল।

হায়। ছিল নাকি ?

করিম। একথা ভুলবেন না যে পলাশীযুদ্ধে বঙ্গবিজয়ের পর ইংরেজ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষে তারা অবিলম্বে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রবে। সে শক্তির বিরুদ্ধে—

হায়। সে শক্তির বিরুদ্ধে ?

করিম। আজ আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

হায়। করিমশাহ !

করিম। না, আপনিও নন্। কারণ প্রথম মহীশূর যুদ্ধে যে হায়দার-আলি খান মান্দ্রাজ অবরোধ করেছিলেন—সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর আজ জরাজীর্ণ, রুগ্ন; বক্ষে, স্কন্ধে, পৃষ্ঠদেশে তাঁর মারাত্মক অস্ত্রক্ষত।

হায়। হায়দার আলি জরাজীর্ণ, দেহে তার মারাত্মক ক্ষত! কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র করিমশাহ তো অক্ষত রয়েছেন—তিনি তো ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন!

করিম। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিমশাহ কোনদিন করেনি—কর্ব্বেও না। আপনার সৌভাগ্য…আপনার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী—আপনার বড় আদরের জ্যেষ্ঠপুত্র ফতে আলি টিপু।

হায়। করিমশাহ কি করবেন তবে?

করিম। যতক্ষণ বেঁচে আছি এই দুঃসাহসিক মৃত্যুপথ-যাত্রীদের ভ্রান্ত পথ হতে ফিরিয়ে আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

হায়। চেষ্টা করবে? আর অক্ষত পৃষ্ঠে ইংরেজ বেনিয়ার পাদুকা বহন করে বংশ পরম্পরায় ইংরেজের স্তুতিবাদে দিগদিগন্ত মুখরিত করে তুলবে!

করিম। পিতা—

হায়। তোমার মনোবৃত্তি আমি জানি। ইংরেজের চাটুকার, তোমার ঐ অক্ষত পৃষ্ঠ আমি এমন করে চিহ্নিত করে দেব যে যখনই ইংরেজের পাদুকা বহন করতে যাবে, তখনই যেন স্মরণ হয় যে তোমার জন্মদাতা ইংরেজবিজয়ী হায়দার আলি খাঁ। বান্দা—

(বান্দার প্রবেশ)

এই অপদার্থকে নিয়ে যা; ওর পিঠে পাঁচিশ কোড়া বসিয়ে দে—

করিম। পিতা—

বান্দা। হজরৎ—

হায়। আঃ নিয়ে যা, এইমুহূর্ত্তে—

করিম। আমায় শাস্তি দিচ্ছেন দিন, তবু এখনও বলছি…যদি বাঁচতে চান্, ইংরেজকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না—ক্ষেপিয়ে তুলবেন না।

[প্রস্থান

হায়। যাও অপদার্থ, হায়দার আলি বাঁচতে চায় না—যদি সে বাঁচা নির্ভর করে ইংরেজের দয়ার উপর। হায়দার আলি নবাবীও চায় না—যদি সে নবাবীর অর্থ হয় ইংরেজের গোলামী।

(পূর্ণিয়ার প্রবেশ)

পূর্ণিয়া। শাহান্ শাহ—

হায়। দেওয়ান্ পূর্ণিয়া! কি সংবাদ?

পূর্ণিয়া। মারাঠা নানাফাড়নাবীশ সুলতানের দর্শনপ্রার্থী; জাঁহাপনার আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় তাঁকে দ্বারদেশে রেখে এসেছি।

হায়। দ্বারদেশে কেন? তাঁকে আমার মন্ত্রণাকক্ষে…না—না, মন্ত্রণাকক্ষে রয়েছে নিজামের দূত। আমার বন্ধু মান্য অতিথি তিনি… তাঁকে এই প্রাসাদ মধ্যে নিয়ে এস।

[পূর্ণিয়ার প্রস্থান

নানাফাড়নাবীশ! এই শক্তিমান মারহাট্টা ব্রাহ্মণকে যদি আসন্ন মহাযুদ্ধে বন্ধুরূপে পার্শ্বে পাই…তাহ'লে—

(পূর্ণিয়া সহ নানাফাড়নাবীশের প্রবেশ)

আসুন—আসুন, মারাঠা-মন্ত্রী নানাফাড়নাবীশ। আপনার পদার্পণে এ দীনের গৃহ আজ ধন্য হোল।

নানা। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্বাধীন নৃপতি হায়দার আলি খান বাহাদুর—লুণ্ঠন ব্যবসায়ী মারাঠাকে এতখানি সম্মান দেখাবেন সত্যিই আশা কর্ত্তে পারিনি।

হায়। কিন্তু এবার তো আপনি লুণ্ঠনকারীরূপে মহীশূরে আসেননি মারাঠামন্ত্রী!

নানা। না, এসেছি…মহীশূরপতির কাছে মারাঠাজাতির আবেদন নিয়ে।

হায়। কি সে আবেদন?

নানা। সুলতান নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন—পেশোয়া নারায়ণ রাও তাঁর পিতৃব্য রঘুবার হস্তে নিহত হয়েছেন?

হায়। হ্যাঁ শুনিছি…নারায়ণ রাওকে হত্যা করে রঘুবা এবার পেশোয়ার গদী অধিকার কর্ত্তে চায়। আপনি ভূতপূর্ব্ব পেশোয়ার বালক পুত্রের পক্ষগ্রহণ করেছেন…তাই না?

নানা। শুধু আমি নই, একমাত্র গাইকোয়াড় ব্যতীত…সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকার প্রভৃতি সমস্ত মারাঠা নেতা ঐ বালকের পক্ষগ্রহণ করেছেন। সমগ্র মারাঠাজাতি বদ্ধপরিকর ঐ বালককে তার পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে।

হায়। হুঁ—আর রঘুবা?

নানা। রঘুবাকে আশ্রয় দিয়েছে ইংরেজ সরকার। তারা পেশোয়ার

গদী থেকে বঞ্চিত কর্ব্বে নারায়ণ রাওয়ের বালক পুত্রকে, পেশোয়ার পদে বরণ কর্ব্বে ওই আততায়ী রঘুবাকে।

হায়। হুঁ—

নানা। ইংরেজের সঙ্গে এই আসন্ন যুদ্ধে আমরা মহীশূরপতির সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি।

হায়। দেওয়ান পূর্ণিয়া, শাজাদা টিপু!

[পূর্ণিয়ার প্রস্থান

শুনুন মারাঠা মন্ত্রী, শাজাদা টিপু এখন উপযুক্ত। এ বিষয়ে আমি শাজাদার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পার্চ্ছি না।

(টিপুর প্রবেশ)

টিপু। পিতা—

হায়। শাজাদা টিপু! মারাঠা মন্ত্রী নানাফাড়নাবীশ এসেছেন আমাদের কাছে—

টিপু। ওঁর আগমনের কারণ আমি গুপ্তচর মুখে জ্ঞাত হয়েছি পিতা! উনি ইংরেজের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে আমাদের সাহায্য চান।

নানা। শাজাদা ঠিকই শুনেছেন! এ বিষয়ে আপনার অভিমত?

টিপু। আমার অভিমত! ইংরাজের সঙ্গে আপনারা সন্ধি করুন না কেন?

নানা। সন্ধি!

হায়। সন্ধি!

টিপু। রঘুবা নিশ্চয় তাদের প্রচুর পুরস্কার দিতে চেয়েছেন…নইলে

বেনিয়া ইংরেজ সরকার কখনো তাঁকে আশ্রয় দিত না। আপনারা রঘুবার চেয়ে অধিক পুরস্কারের লোভ দেখান···অমনি দেখবেন, ওরা রঘুবাকে পরিত্যাগ করে নারায়ণ রাওয়ের পুত্রকেই পেশোয়া বলে অভিবাদন কর্ব্বে। বেনিয়া কোম্পানী···দুনিয়ায় টাকার চেয়ে বড় জিনিষ বেনিয়া কোম্পানীর কাছে আর কি থাকতে পারে? টাকা ছাড়ুন—বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার হবে।

নানা। কিন্তু আমরা আজ রক্তপাতই চাই—আমরা চাই আজ যুদ্ধ—

হায়। যুদ্ধ চান?

নানা। হ্যাঁ সুলতান, ভারতে ক্রম-বর্দ্ধমান এই ইংরেজ শক্তিকে আজ আমরা এমন শিক্ষা দিতে চাই—যেন ভবিষ্যতে কখনো আমাদের গৃহ-বিবাদের সুযোগ নিয়ে তারা আমাদের ওপর অবাধ প্রভুত্ব কর্ত্তে না পারে। এ যুদ্ধের উপলক্ষ্য রঘুবা—আমাদের উদ্দেশ্য, ইংরেজের প্রভু-শক্তিকে চিরতরে খর্ব্ব করে দেওয়া।

হায়। পারবেন—পারবেন মারাঠা মন্ত্রী?

নানা। সুলতান আমাদের সাহায্য কল্লেই পারি।

হায়। ইতঃপূর্ব্বেই হায়দ্রাবাদের নিজামও এই প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠিয়েছেন আমার কাছে। নিজাম, মারাঠা ও মহীশূর···এই তিন শক্তির যদি সম্মিলন হয়, এ কথা নিশ্চয় যে, ইংরেজ বেনিয়ার সাধ্য নেই আমাদের সামনে দাঁড়ায়! এ দেশের মাটীর মায়া ত্যাগ করে সেই দণ্ডে তাদের কালাপানিতে জাহাজ ভাসিয়ে মুলুকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ভাবতে পারি না···এ ত্রিশক্তি সম্মিলন কি সত্যই সম্ভব?

নানা। কেন অসম্ভব সুলতান? নিজামের সঙ্গে সন্ধি করুন,

মারাঠার প্রস্তাব গ্রহণ করুন, আস্থন, আমরা ভারতের তিনটী প্রধানশক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

হায়। শাজাদা টিপু— ?

টিপু। মাহীবন্দর অবরোধের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ তো অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে সম্মিলিত হলে আক্রমণ পদ্ধতি সামান্য পরিবর্ত্তন করতে হবে শুধু।

হায়। নানাফাড়নাবীশ, কোন অংশ আক্রমণ করতে চান ?

নানা। আমরা আক্রমণ করব···বেরার ও মধ্য ভারত।

হায়। শাজাদা টিপু—

টিপু। আমরা অধিকার করব মান্দ্রাজ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য। নিজামের ওপর অর্পিত হোক উত্তর ও দক্ষিণ সরকার দখল করবার ভার।

হায়। বেশ, এই প্রস্তাব অনুযায়ীই আমরা অবিলম্বে আক্রমণ আরম্ভ করব। আস্থন, নাফাড়নাবীশ,—নিজাম-দূত আমার মন্ত্রণাকক্ষে অপেক্ষা কচ্ছে। আস্থন, চুক্তিপত্রে আমাদের শীলমোহর এঁকে দিই। তারপর দেখি, পলাশী প্রান্তরে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল—তা আমরা উৎপাটিত করে ফেলতে পারি কিনা।

[নানাফাড়নাবীশ সহ প্রস্থান

টিপু। পলাশীর বিষবৃক্ষ! মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠের দল স্বহস্তে রোপণ করেছিল যে বিষবৃক্ষ—মীরমদন, মোহনলালের বক্ষরক্তে তা ভেসে গেল না—সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশেমের বুকের রক্তে প্লাবন জাগলো—তবু সে বিষবৃক্ষের মূল শিথিল হ'ল না!

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। হায়দার আলি খাঁ বাহাদুর এবং ফতে আলি টিপুও বুকের রক্ত ঢেলে সে বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করতে পারবেন না।

টিপু। কে! কে কথা কইলে! কে তুমি?

সোফিয়া। বাঁদীর নাম সোফিয়া—

টিপু। সোফিয়া! বালিকা, তুমি কি উন্মাদিনী—নইলে তোমার এত স্পর্দ্ধা, একথা উচ্চারণ করতে সাহস কর?

সোফিয়া। শাজাদা, সত্যকথা অপ্রিয় হলে অনেক সময় তাকে উন্মাদের প্রলাপ বলেই মনকে সান্ত্বনা দিতে হয়।

টিপু। সত্য কথা! তুমি কি করে জানলে ইংরেজ বিজয়ে আমরা অক্ষম!

সোফিয়া। আমার বাপুজি জ্যোতিষচর্চা করে থাকেন।

টিপু। ও, জ্যোতিষীর গণনা! হাঃ হাঃ হাঃ! কে তোমার বাপুজী?

সোফিয়া। বাপুজীকে আপনার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাঁর গণনায়!

টিপু। তবু আমি তাঁকে দেখতে চাই—

সোফিয়া। শুধু দেখতে নয়—বলুন, শাস্তি দিতে চাই—

টিপু। বল সে কোথায়?

সোফিয়া। আমি বলব না।

টিপু। সোফিয়া—সোফিয়া!

সোফিয়া। শাজাদা বৃথাই ক্রুদ্ধ হচ্ছেন! মৃত্যুদণ্ড দিতে চান,

সোফিয়া তো হাজির রয়েছে। নিরীহ জ্যোতিষীকে বধ করবার আনন্দ শাজাদা আমায় হত্যা করলেও খানিকটা পাবেন। কারণ, বাপুজীর দয়ায় জ্যোতিষবিদ্যা আমিও একটু আধটু জানি।

টিপু। তা যদি জানো...তাহলে তোমায় নূতন করে গণনা করতে হবে সোফিয়া! কারণ, তোমাদের গণনা ভ্রান্ত।

সোফিয়া। ভ্রান্ত!

টিপু। মহীশূর-শক্তি আজ পর্য্যন্ত ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়নি ·· কোন দিন হবেও না।

সোফিয়া। যে স্বাস্থ্যবান পুরুষ কোন দিন অসুস্থ হয় নি, তার সুস্থতা হতে এই কি প্রমাণ হয় যে, তার দেহ ভবিষ্যতেও কোন দিন অসুস্থ হবে না?

টিপু। তা হয় না সত্য; কিন্তু মহীশূর-শক্তির মধ্যে বর্ত্তমানে কোন অসুস্থতার লক্ষণ নেই। এবং বর্ত্তমানের এই সুস্থ সবল দেহ ও শক্তি নিয়ে আমরা—ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্চ্ছি। আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে দুর্দ্দান্ত মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজামের বিপুল বাহিনী।

সোফিয়া। শক্তির সম্মিলন!

টিপু। হ্যাঁ, ইংরেজ দমনে আজ ভারতের তিনটী প্রধান শক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন।

সোফিয়া। কিন্তু এ সম্মিলন হবে না...হতে পারে না!

টিপু। কেন পারে না?

সোফিয়া। কেন জানিনা; হয়তো এ জাতির ওপর বিধাতার অভিশাপ রয়েছে...তাই।

টিপু। সোফিয়া!

সোফিয়া। ভারতে যদি কখনও শক্তির সম্মিলন হ'য়ে থাকে, সে হয়েছে, বিদেশীকে দমন করবার জন্যে নয়…বিদেশীর পদলেহন করবার জন্যে। যেমন করে সম্মিলিত হয়েছিল তক্ষশীলা সেকেন্দরশার সঙ্গে… পরিণামে পরাজিত হ'ল পুরুরাজ; যেমন করে মিলেছিল জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে…পরিণামে নিহত হ'ল পৃথ্বিরাজ; আর সেদিনও মিলিত হ'ল পলাশী প্রান্তরে মীরজাফর, জগৎশেঠ লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে—যার ফলে জীবন বলি দিল হতভাগ্য সিরাজ।

টিপু। সোফিয়া—সোফিয়া! তুমি কে?

সোফিয়া। জ্যোতিষী—

টিপু। না, এ জ্যোতিষীর কথা নয়—এ রাজনীতির কথা—এ গুপ্তচরের কথা! তুমি শত্রুর গুপ্তচর। তোমায় আমি শৃঙ্খলিত করে রাখব।

(রুণী বেগমের প্রবেশ)

রুণী। হজরৎ—হজরৎ—

টিপু। কে! রুণী বেগম?

রুণী। সামান্যা নারী নির্য্যাতন আপনার ন্যায় মহাবীরের শোভা পায় না। প্রভু, ওকে ছেড়ে দিন!

টিপু। না, না, তুমি জান না রুণী বেগম, ও সামান্যা নয়…ও অসামান্যা! ও আমার প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে!

রুণী। আপনার প্রাণে আতঙ্ক! সেও এক রমণী হতে! এ কি অসম্ভব কথা শুনছি হজরৎ! না, এ হতে পারে না! শাজাদা টিপু

আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে এক রমণীকে শাস্তি দেবেন—এ ভাবতেও যে আমার মাথা লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিলিয়ে যায় প্রভু!

টিপু। ঠিক বলেছ রুণী বেগম! আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম! সোফিয়া, তোমায় আমি শাস্তি দেব না—তবে যেতেও দেব না; তোমায় এই প্রাসাদ মধ্যে থাকতে হবে।

সোফিয়া। কেন?

টিপু। সত্য যদি জ্যোতিষী হও, আজ যে কথা উচ্চারণ করেছ··· আমৃত্যুকাল আমার পার্শ্বে থেকে সে গণনা তোমায় মিলিয়ে দিতে হবে।

সোফিয়া। কিন্তু বনের পাখীকে খাঁচায় পুরলে সে তো আর মনের কথা বলেনা হজরৎ, সে বলে তখন শেখান বুলি।

টিপু। হুঁ—কিন্তু তোমায় ছেড়ে দিলে, আবার যে দেখা পাবো তার প্রমাণ?

সোফিয়া। পৃথিবীর বুকে যখন রাতের আঁধার নামে···মুক্ত আকাশের পাখী তখন তো আর আকাশে থাকেনা! সে নেমে আসে এই পৃথিবীরই পাতার ঘরে।

টিপু। তাহলে যাও মুক্ত বিহঙ্গী, মহীশূরের ভাগ্য গগণে যদি কখনো আঁধার নামে ত ফিরে এসো তুমি সেই অন্ধকারে! প্রতীক্ষা করব তোমার···পরম আগ্রহ ভরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুণায় পেশোয়ার প্রাসাদ

(নানাফাড়নাবীশ ও মারাঠা নেতাগণের প্রবেশ)

নানা। না—না এ কিছুতেই হতে পারে না।

সিন্ধিয়া। কিন্তু আমি যে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে কথা দিয়ে এসেছি, যেমন করে হোক, এ সন্ধি আমি ঘটিয়ে দেব।

নানা। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি সম্ভব হলে বহু পূর্ব্বেই তা স্থাপিত হত।

সিন্ধিয়া। বহু পূর্ব্বে!

নানা। হ্যাঁ, সে সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল—সে সন্ধি-পত্রের নাম দিয়েছিল ওরা "Convention of Wargaon"! তাতে সর্ত্ত ছিল—সেই আততায়ী রঘুবাকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর্ত্তে হবে; মহারাষ্ট্রের সমস্ত বিজিত রাজ্য ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে কখনও মহারাষ্ট্র আক্রমণের দুঃসাহস ওদের না হয়...তার জন্যে পেশোয়ার দরবারে কয়েকজন ইংরেজকে প্রতিভূস্বরূপ রাখতে হবে।

সিন্ধিয়া। কিন্তু যাই বলুন, ইংরেজ সরকারের পক্ষে সে সন্ধি বড়ই অপমানজনক! তাই গভর্ণর জেনারেল সাহেব সে সন্ধিতে সম্মত হতে পারেন নি!

নানা। তখন সম্মত হতে পারেন নি! তবে আজই বা সন্ধি স্থাপনের জন্য ইংরেজের গভর্ণর বাহাদুরের এত আগ্রহ কেন?

সিন্ধিয়া। অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে লাভ কি বলুন? তাঁরা চান শান্তি!

নানা। না, শান্তির জন্য নয়। মহারাষ্ট্রের নায়কমণ্ডলী, নিজাম ও হায়দার আলি—এই তিন শক্তির সম্মিলনে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি থর-থর করে কেঁপে উঠেছে। তাই এবার চায় তারা এই সম্মিলিত শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তারপর স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেককে ধ্বংস করতে! সন্ধি আমি করব না। এ সন্ধি মহারাষ্ট্রের পক্ষে, সারা ভারতবর্ষের পক্ষে মহা অমঙ্গলজনক।

ভোঁসলা। নানাফাড়নাবীশ এ সন্ধিকে অমঙ্গলজনক ভাবতে পারেন, কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে মত দ্বৈধ আছে।

সিন্ধিয়া। আমরা চাই মহারাষ্ট্রের কল্যাণ। ইংরেজের ন্যায় এক বিপুল শক্তিশালী জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সে কল্যাণ কখনো সাধিত হতে পারে না। পেশোয়ার প্রতিনিধি নানাফাড়নাবীশ যদি সন্ধি স্থাপনে অসম্মত হন, তাহলে—

নানা। তাহলে?

সিন্ধিয়া। বাধ্য হয়ে আমাদের পেশোয়ার পক্ষত্যাগ কর্ত্তে হবে!

নানা। পেশোয়ার পক্ষত্যাগ কর্ব্বেন আপনারা! মহারাষ্ট্রের নায়কমণ্ডলী! কেন?

ভোঁসলা। কারণ ইতঃপূর্ব্বেই আমরা স্বতন্ত্রভাবে—

নানা। স্বতন্ত্রভাবে?

সিন্ধিয়া। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করেছি!

নানা। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করেছেন ! সিন্ধিয়া—

সিন্ধিয়া। হ্যাঁ।

নানা। ভোঁসলা ?

ভোঁসলা। হ্যাঁ…এবং এঁরাও সকলেই।

নানা। সকলেই সন্ধিবদ্ধ ! তবে ?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হায়দার আলি খাঁর ফরাসী সেনাপতি মঁশিয়ে লালী পেশোয়ার সাক্ষাৎপ্রার্থী—

নানা। তিনি কোথায় ?

দূত। পুণার দুর্গমূলে অপেক্ষা কর্চ্ছেন। এই পত্র পাঠিয়েছেন পেশোয়ার প্রতিনিধির নামে।

(পত্র দান)

নানা। দ্রুত অশ্বারোহণে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।

[দূতের প্রস্থান

হুঁ—শেষে নিজামও—

ভোঁসলা। কি ?

নানা। নিজামও আপনাদের বন্ধু হয়েছেন।

সিন্ধিয়া। আমাদের বন্ধু !

নানা। হায়দার আলি খাঁ লিখেছেন, ইংরেজরা গুণ্টুর জেলা নিজামকে প্রত্যর্পণ করেছেন…তাই নিজাম তাঁর ফৌজ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন।

সিন্ধিয়া। তবে আর কেন নানাফাড়নাবীশ, ত্রিশক্তি সম্মিলন তো ভেঙ্গে গেল !

ভোঁসলা। তাইতো ! হায়দার আলি মুসলমান—নিজাম মুসলমান হয়ে তাকে ত্যাগ করেছেন ?

নানা। নিজাম বড় অন্যায় করেছেন…না ?

ভোঁসলা। তা—

নানা। আপনারা হিন্দু, আপনারা মারাঠা ; পেশোয়া হিন্দু—পেশোয়াও মারাঠা ; আপনারা যদি হিন্দু মারাঠা হয়ে আপনাদের ইংরেজ বন্ধুর জন্য হিন্দু মারাঠা পেশোয়াকে ত্যাগ করে যাবেন বলে আস্ফালন কর্ত্তে পারেন, তাহলে সেই একই শ্বেতাঙ্গ-বন্ধুর জন্যে মুসলমান নিজাম, মুসলমান হায়দার আলিকে ত্যাগ করে যাবেন—তাতে অন্যায় কোথায় ভোঁসলা রাজা ?

সিন্ধিয়া। শুনুন নানাফাড়নাবীশ, আমরা পেশোয়াকে ত্যাগ করব না। আপনি ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করুন।

নানা। বলেছি তো সন্ধি হবে না। আমি হায়দার আলির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সিন্ধিয়া। বেশ, আপনার এই সব স্বজাতি হিন্দু বন্ধুদের চেয়ে মুসলমান হায়দার আলিকেই যদি আপনি—

নানা। হ্যাঁ, আপনাদের মত শ্বেতাঙ্গপ্রিয় হিন্দুর চেয়ে—দেশপ্রেমিক মুসলমান হায়দার আলিখাঁর বন্ধুত্বকে আমি বেশী মূল্য দিই।

সিন্ধিয়া। তাহলে আমাদের কোন দোষ নেই নানাফাড়নাবীশ, আমরা পেশোয়ার সংস্রব ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

নানা। বলেছি তো, আপনাদের মত দেশদ্রোহী সহস্র হিন্দুকে হারালেও আমার কোন ক্ষোভ নাই, যদি একটী হায়দার আলি বা ফতে আলি টিপুর মত একটী মুসলমানকেও বন্ধুরূপে পাশে পাই।

সিন্ধিয়া। উত্তম আপনার এ উদ্ধত আচরণের ফল পেশোয়াকে অবিলম্বে ভুগতে হবে!

(কৃষ্ণাবাঈর প্রবেশ)

কৃষ্ণাবাঈ। দাঁড়ান মহারাষ্ট্রনায়কগণ।

সিন্ধিয়া। কে? পেশোয়া-জননী কৃষ্ণাবাঈ!

কৃষ্ণা। আপনারা নাকি পেশোয়াকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন?

সিন্ধিয়া। কি করব? আমরা ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি বদ্ধ। পেশোয়াও ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন না করলে···আমাদের বাধ্য হয়ে পেশোয়াকে ত্যাগ কর্ত্তে হবে বৈকি!

কৃষ্ণা। ইংরেজের সঙ্গে কি করে মৈত্রী স্থাপিত হতে পারে! আপনারা তো জানেন, তারা আমার বালক পুত্রকে পেশোয়া বলে স্বীকার করে নি, তারা আমার স্বামী-হন্তা রঘুবার পক্ষ নিয়েছে।

সিন্ধিয়া। কিন্তু এবার তারা আপনার পুত্রকেই যে পেশোয়া বলে অভিবাদন করতে চায়!

কৃষ্ণা। ইংরেজ আমার পুত্রকে পেশোয়া বলে মেনে নেবে?

সিন্ধিয়া। হাঁ, শুধু তাই নয়—তারা রঘুবাকে বর্জ্জন করবে এবং একমাত্র সালসেটা ব্যতীত সমস্ত হৃতরাজ্য পেশোয়াকে ফিরিয়ে দেবে। এই দেখুন সেই চুক্তিপত্র।

(চুক্তিপত্র দান)

কৃষ্ণা। পেশোয়ার প্রতিনিধি—

নানা। চুক্তিপত্র আমি দেখেছি ;—সিন্ধিয়াকে ফিরিয়ে দাও চুক্তিপত্র।

কৃষ্ণা। ফিরিয়ে দেব ! কে আছিস, কলমদান। (প্রতিহারিণী কলমদান আনিল) নিন্ আপনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

নানা। না, স্বাক্ষর করব না।

কৃষ্ণা। কেন ?

নানা। কারণ, সন্ধি হবে না।

কৃষ্ণা। হবে না ! কেন জান্‌তে পারি কি ?

নানা। এ সন্ধি মহারাষ্ট্রের পক্ষে...ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর।

কৃষ্ণা। মহারাষ্ট্রের কথা, সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিন ; আমি জননী—আমি বুঝি, শুধু আমার পুত্রের কল্যাণ। তাই আমার ইচ্ছা, ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি বদ্ধ হব।

নানা। তা হলে শোন পেশোয়া-জননী, নানাফাড়নাবীশ যতক্ষণ পেশোয়ার অভিভাবকরূপে অবস্থান করবে...ততক্ষণ এ সন্ধি সে হতে দেবে না।

কৃষ্ণা। সন্ধি হতে দেবেন না ?

নানা। না, ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত আমরা যুদ্ধ করব।

কৃষ্ণা। সে যুদ্ধের ফলে যদি আমার বালক পুত্র সর্ব্বহারা হয় ?

নানা। বিদেশীর পদানত হওয়ার চেয়ে সর্ব্বহারা হওয়া অনেক ভাল।

কৃষ্ণা। ...যদি আমার পুত্রের জীবন বিপন্ন হয় ?

নানা। হোক না! জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক মূল্যবান।

কৃষ্ণা। হাঁ, জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক মূল্যবান! তবে সে নিজ পুত্রের জীবনের চেয়ে নয়, বিশেষ করে...সে হয় যদি এক অনাথিনী বিধবার নাবালক পুত্রের জীবন, তাই নয়?

নানা। কৃষ্ণাবাঈ, কৃষ্ণাবঈ, আমায় ভুল বুঝো না।

কৃষ্ণা। না ভুল বুঝিনি! বরং এতদিন যে ভুল করে এসেছি···আজ সুরু হল সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

নানা। কি ভুল করেছ এতদিন?

কৃষ্ণা। এই ভুল করেছি যে, আমার পুত্রের শিওরের পাশে এতদিন আমি কালসর্পকে প্রহরায় নিযুক্ত রেখেছি।

নানা। কালসর্প!

কৃষ্ণা। ইংরেজের সঙ্গে আজ সন্ধি হতে পারে না, তার যে কি কারণ···সে কি আমি বুঝতে পারিনি, আপনি মনে করেন নানাফাড়নাবীশ!

নানা। কি কারণ?

কৃষ্ণা। কারণ এই যে···আজ সন্ধি হলে আমার পুত্রের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তার পাশে এসে দাঁড়াবে শক্তিমান ইংরেজ সরকার। নানাফাড়নাবীশ এত বড় শক্তিকে আমার পুত্রের স্বপক্ষে আসতে দেবেন না; তিনি চান, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে আমার পুত্র পেশোয়ার গদী থেকে অপসারিত হোক, তারপর ইংরেজের সঙ্গে নূতন সন্ধি হবে এবং সেই সন্ধি অনুযায়ী···পেশোয়ার শূন্য গদীতে আরোহণ করবেন—আমার পুত্রের পরিবর্তে···স্বয়ং কূটকৌশলী নানাফাড়নাবীশ।

নানা। কৃষ্ণাবাঈ—কৃষ্ণাবাঈ, তোমাকে আমি কন্যা স্থানীয়া জ্ঞান করি, তোমার পুত্র যে আমার নয়নের মণি! তোমার মুখে—তোমার মুখে—আজ একি কথা শুনছি কৃষ্ণাবাঈ?

কৃষ্ণ। না, আমি কৃষ্ণাবাঈ নই, আমি পেশোয়া-জননী;—আর আপনি পেশোয়ার বেতন ভুক্ কর্ম্মচারী!

নানা। পেশোয়ার বেতনভুক্ কর্ম্মচারী! উত্তম, সন্ধিপত্র দাও মহামান্যা পেশোয়া জননী! তোমার পুত্রের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কচ্ছে।

(স্বাক্ষর করিয়া সিন্ধিয়ার হাতে দিলেন)

এই নিন্ সিন্ধিয়া, সানন্দচিত্তে ইংরেজ সরকারকে দিয়ে আসুন।

(মঁশিয়ে লালীর প্রবেশ)

লালী। Just wait a little Sindhia Maharaja! Tarry please!

সিন্ধিয়া। কে! মঁশিয়ে লালী!

লালী। হাঁ—হাঁ, আপনার হাটে ও কি আছে?

সিন্ধিয়া। সন্ধিপত্র!

লালী। সণ্ডিপট্র! কিসকা সাথ?

সিন্ধিয়া। ইংরেজের সঙ্গে!

লালী। আংরেজকা সাথ্...আংরেজকা সাথ! কিস্‌কা সন্ধি?

সিন্ধিয়া। পেশোয়ার সন্ধি!

লালী। Is it! Peshwa making treaty with the English?

পেশোয়া আংরেজকা সাথ সন্ধি করিবে ? No impossible ! Absurd ! টুমি লোক টামাসা করিটেছ—অ্যাঁ—Ha ! Ha ! Ha !

সিন্ধিয়া। মঁশিয়ে লালী ! হায়দার আলির সেনাপতির সঙ্গে সিন্ধিয়া মহারাজ রহস্য পছন্দ করেন না।

লালী। Then মহারাজ সিন্ধিয়া কি পছন্দ করে ? আংরেজ লোকের সাথ এক কাট্‌ট্টা হোকর আপনার ডেশবাসী ভাইয়ের বুকে ছুরী চালাইতে বহুট্ পসণ্ড করেন। না ? Ha ! Ha !

কৃষ্ণা। মঁশিয়ে লালী !

লালী। কে এলো ?

সিন্ধিয়া। মহামান্যা পেশোয়া জননী।

লালী। মেয়র স্থ Peshwa !

(অভিবাদন করিল)

হামি দেখিটে পায় নাই...Excuse me পার স্থ মাদাম।

কৃষ্ণা। শোন সাহেব,—তোমার প্রভু হায়দার আলি খাঁকে গিয়ে বল, পেশোয়া ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করবেন।

লালী। You say so ! মেয়ার বলছে সন্ধি হবে ! No, no মাম্নি, সন্ধি হোবে না—সন্ধি হোটে পারবে না।

কৃষ্ণা। কেন পারবে না সাহেব ?

লালী। কেন ? সণ্ডি হোবে টো হায়দার আলি খাঁ বাহাদুরকা পাশ নানাফাড়নাবীশ কেন গেল ? কেন উনকো সাট সণ্ডি করিল ? কেন উহার বণ্ডুটায়—নিজামের বণ্ডুটায় বিশ্‌ওয়াস্ করিয়া হায়দার আলি খাঁন বাহাদুর আংরেজকা সাঠ লড়াই সুরু করিল ? বোলো

নানাফাড়নাবীশ, টুমি কেন কঠা বোলো না, টুমি বোলো, টুমি মেয়ারকো বোলো, কেন সণ্ডি হইতে পারে না।

নানা। মঁশিয়ে লালী—!

কৃষ্ণা। নানাফাড়নাবীশের এ সন্ধিতে বাধা দিবার কোন অধিকার নেই। আমি সন্ধি কর্ব্বো—আমার সন্তানের মঙ্গলের জন্য!

লালী। Listen মেয়ার, হায়ডার আলি খাঁ কর্ণাট হইটে আংরেজকো হটাইয়া ডিল। মালব ডেশে টিপু আংরেজকো defeated করিল…ইধার হইতে টুমার মারহাট্টা soldiers এবার যদি লড়াই সুরু করে…আংরেজ লোক টবে হিন্দুস্থানে আউর একডিন ঠাকিটে পারিবে না! They will have to die or to leave India for ever! তাহাদের মরতে হবে or হিন্দুস্থানকে সেলাম ঠুকিয়া একডম চলিয়া যাইটে হোবে। মা, Peshwa is not thy only son! পেশোয়া টোমার এক ছেলিয়া আছে না, সারা হিন্দুস্থানে টোমার লাখো কোটী ছেলিয়া আছে, লাখো কোটী হিন্দু মুসলমান তোমার সন্তান, টোমার মুখের পানে চাহিয়া আছে। হামি বিডেশী আছে, লাইকেন হামে টোমার কাছে প্রার্থনা করিটেছে—টোমার ডেশকে বিডেশীর হাটে টুলিয়া ডিও না।

কৃষ্ণা। ওঠো ফরাসী বীর! ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির অর্থ এ নয় যে আমরা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার কচ্ছি। প্রয়োজন হলে, পেশোয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে বিমুখ হবে না। তবে হায়দার আলির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আমরা ইংরেজকে অনর্থক শত্রু করে তুলব না। তাই আমরা সন্ধি করব!

লালী। সণ্ডি হোবে! আংরেজের সাঠে সণ্ডি হোবে! টোমার

কঠায় বিশওয়াস্ করিয়া হায়ডার আলি লড়াই সুরু করিল! An old man of Eighty আশী বরষকা বুড্ঢা...severely wounded! Still টুমার আশায়, টুমার বণ্ডুটায় উন্‌কো ডিল্‌মে বহুট জোর হইল! আজ টুমি ডুসমনের সাঠে সণ্ডি করিবে, আউর বুড্ঢা হায়ডার আলি টুমার জন্যে জীবন ডিবে! Ah! Beautiful! Is this your Indian chivalry! সাত সাগর টের নডীর পার হইটে যাহারা আসিল...টাহাডের সাঠে বণ্ডুটা হইবে; আর একই ডেশের লোক হিন্দু...একই ডেশের লোক মুসলমান... ডোনো ভাই—ডোনো ভাইকে গলা টিপিয়া মারিবে!

সিন্ধিয়া। মঁশিয়ে লালী!

লালী। No, No—it can't be! টুমি সণ্ডি করিবেটো সে হামি শুনিবে না! বিশওয়াস্‌ঘাতককে হামি আপন হাটে শাস্তি দিবে। হামার Soldiers লোকে আংরেজকো সাঠ লড়াই ছাড়িয়া...টুমার সাঠে লড়াই করিবে। শুন মারাট্টা লোক, I take Vow! I promise! I declare ...from this very moment...জিস জবান কোতা রাখে না, উস জবানকো হামি ছিনিয়ে নিয়ে পায়ের নীচে দাবা দালেঙ্গে—

(প্রস্থানোদ্যত)

নানা। মঁশিয়ে লালী—মঁশিয়ে লালী!

লালী। নানাফাড়্নাবীশ! You traitor! বিশওয়াসঘাতক।

নানা। বিশ্বাসঘাতক! হাঁ আমি বিশ্বাসঘাতক! মহারাষ্ট্রের প্রতি তোমার এ আক্রোশ পরিত্যাগ কর লালী। আমি নিজে যাবো তোমার সঙ্গে হায়দার আলির কাছে আমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নিতে!

লালী। Will you !

নানা। হ্যাঁ, আমি যাবো।—

কৃষ্ণা। পেশোয়ার প্রতিনিধি হায়দার আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সে আমাদের ইচ্ছা নয়।

নানা। নানাফাড়নাবীশ এই মুহূর্ত্ত হতে আর পেশোয়ার প্রতিনিধি নয়! পেশোয়ার প্রতিনিধিত্ব করুন পেশোয়া জননী। এসো সাহেব— আজ হতে আমি হায়দার আলির অনুগামী।

[লালী সহ প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হায়দার আলির শিবির সান্নিধ্য

গান গাহিতে গাহিতে অন্ধ বাপুজী ও সোফিয়ার প্রবেশ।

গান

রবি ডুবে যায় জাগিল না হায় তবু এ হিন্দুস্থান।
কত সামগান হ'ল অবসান, কত জ্যোতি নির্ব্বাণ॥
কত জীবনের কত যে রুধির ঝরিল ও বেদী মূলে।
লাল হয়ে গেল শ্যামলী প্রতিমা মুঠো মুঠো জবা ফুলে॥
এত আবাহন এত যে কাঁদন গলে না তবু পাষাণ।

বাপুজী। সোফিয়া।

সোফিয়া। বাপুজী!

বাপুজী। আর কতদূর—সোফিয়া?

সোফিয়া। সামনে শিবির শ্রেণী দেখা যাচ্ছে—

বাপুজী। দেখা যাচ্ছে! ভাল করে তাকিয়ে দেখতো মা, শিবিরের ওপরে যে নিশান উড়ছে তা দেখ্‌তে কেমন? কি আঁকা রয়েছে তাতে?

সোফিয়া। নিশানে আঁকা রয়েছে বাঘের মূর্ত্তি!

বাপুজী। বাঘের মূর্ত্তি! হাঁ, শুনেছি মহীশূরের ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পতাকা! তবে—তবে আমরা হায়দার আলির শিবিরের কাছে এসেছি। আমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ আজ এইখানে শেষ হবে মা!

সোফিয়া। এইখানে! সুদূর শ্রীরঙ্গপত্তন হতে তুমি এই আর্কটে এসেছ—সে কি তবে সুলতান হায়দার আলিকে দেখতে?

বাপুজী। এসেছি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে!

সোফিয়া। সূর্য্যাস্ত!

বাপুজী। মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে সূর্য্য উঠেছিল, সমস্ত হিন্দুস্থানকে সে আলোকিত করতে চেয়েছিল;—কিন্তু এই আর্কটের আকাশে অকস্মাৎ সূর্য্যাস্তের লাল রঙ্‌ জমাট বেধে গেল! সূর্য্য বুঝি ডুবে গেল মা! তবু আমার হিন্দুস্থান তো জাগলো না!

সোফিয়া। কেন জাগল না বাপুজী? একটা বিরাট সূর্য্য উদয়ের পথ হতে অস্ত-সাগরে পা বাড়াল...হিন্দুস্থান তবু যে আঁধারে ছিল—সেই আঁধারেই ডুবে রইল কেন? হা রে হিন্দুস্থান! হা রে হিন্দুস্থান! কোন দিন কি তুই জাগবি নে?

বাপুজী। জাগবে মা, হিন্দুস্থান জাগবে। তবে, সে কি করে জানিস ?

সোফিয়া। কি করে ?

বাপুজী। হিন্দুস্থানের এ শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গাতে হলে, চাই একটা বিরাট আলোড়ন—চাই একটা বিরাট শক্তির আবির্ভাব। বহু যুগের মিথ্যার গ্লানি—বহুযুগের সঞ্চিত জঞ্জাল-স্তূপ সেই রুদ্র-দেবতার প্রচণ্ড তাণ্ডবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে···সেই ক্ষ্যাপা দেবতার নাচের ছন্দে হিন্দুস্থানের আকাশে, নিকষে সোনার লেখার মত, আবার নূতন আলো জেগে উঠবে···আবার নূতন প্রভাতের সূচনা হবে!···কিন্তু কৈ··· কোথায় তুমি রুদ্র দেবতা! নেমে এসো···নেমে এসো এ হিন্দুস্থানে··· বাজিয়ে তোমার প্রলয় ডমরু

সোফিয়া ও বাপুজীর গান

ভৈরব হে ভৈরব, রুদ্র ডমরু কৈ তব ?
তাণ্ডব রসে মাতোহে ভয়াল, ছড়াও ভস্ম বৈভব।
বৈশাখ মেঘ অম্বর ঘেরি নাচোহে দিগম্বর ;
নাচো মনোহর চির ভয়ঙ্কর
(নাচো নাচো হে কিশোর নাচো ;)।
উড়াইয়া জটাজাল উড়াইয়া বাঘছাল নাচো নাচো তাণ্ডব ॥
চন্দ্র-মৌলি শিরে চন্দ্রকলা লুকাক জটার জালে
ধ্বক ধ্বক্ ধ্বক্ প্রলয় অনল গরজি উঠুক ভালে ;
দীপ্ত ত্রিশূলে সংহার সম, সংহার কর ধ্বান্ত ও তম,
দিগন্ত জুড়ি হে অরিন্দম, বন্দনা জাগে ঐ তব।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

(করিম শাহ ও জ্যোতিষ্করের প্রবেশ)

জ্যোতিষ্ক। শুনুন শাজাদা, শুনুন···আমার নূতন গণনাটা একবার শুনুন।

করিম। শুনবো কি ? তোমার গণনা কিছুই মিলছে না।

জ্যোতিষ্ক।—মিলছে না ?—

করিম। না, কিছু না। শাজাদা টিপু জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দু জ্যোতিষীদের যথেষ্ট উপহার দেন! তাই আমিও তোমায় খাতির করেছিলুম। ভেবেছিলুম টিপুর মত অন্য গুণের অধিকারী না হই···তবু এই একটী বিষয়ে মিল থাকলে যদি পিতার প্রিয়পাত্র হতে পারি, যদি বা কোন দিন মস্‌নদে বসতে পারি।

জ্যোতি। মস্‌নদে আপনাকে বসতেই হবে শাজাদা, শ্রীরঙ্গপত্তনের মসনদ আপনার জন্যে খাবি খাচ্ছে।

করিম। কি করে বুঝলে ?

জ্যোতি। এই দেখুন না—আপনার কর্কটে রয়েছে মর্কট !

করিম। কর্কটে মর্কট ! কর্কট কথার মানে কি ?

জ্যোতি। মানে, কর্কট মানে···এই ধরুন···এই খুব কাছাকাছি।

করিম। কাছাকাছি !

জ্যোতি। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার কাছাকাছি মর্কট !

করিম। আমার কাছে মর্কট ! কিন্তু কৈ, আমার কাছে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না ! তোমার গণনা ভুল।

জ্যোতি। আজ্ঞে গণনা ভুল হবে কেন ! আপনার কাছে কি কিছু নেই—কেউ নেই ?

করিম। এক তুমি রয়েছ। তবে তুমিই কি মর্কট ?

জ্যোতি। তা—

করিম। আচ্ছা, কর্কটে মর্কট থাকলে কি হয় ?

জ্যোতি। আর্কটে আসতে হয় ; বলুন আপনি আর্কটে এসেছেন কিনা ?

করিম। হ্যাঁ—তা এসেছি। এখানে এসে কি লাভ হবে তাই বল না?

জ্যোতি। বলছি,—শাজাদার লগ্নে রয়েছে বিষুব সংক্রান্তি।

করিম। বিষুব সংক্রান্তি কি ?

জ্যোতি। বিষুব সংক্রান্তির মানে বুঝলেন না ? বিষুব সংক্রান্তির উপর হাঁপুস প্রত্যয় করে—ফল দাঁড়ায় পৌষ সংক্রান্তি।

করিম। পৌষ সংক্রান্তি !

জ্যোতি। আজ্ঞে হ্যাঁ,—আপনার লগ্নে পৌষ সংক্রান্তি ; ফলং পিঠে পার্ব্বনম্।

করিম। পিঠে···পার্ব্বন ! পিঠে তো পিতা একদিন চাবুক মেরেছিলেন।

জ্যোতি। কেমন কিনা—মিলে গেল তো ? পিতার জীবদ্দশায় পিঠে চাবুক ভোজন, আবার পিতার মৃত্যুতে মসনদে বসে পিঠে পায়েস মধু আস্বাদন।

করিম। কিন্তু পিতার মৃত্যু হচ্ছে কোথায় ? এই আশী বছর বয়সে সারা দেহে অস্ত্রক্ষত তবু কি বিপুল বিক্রমে লড়াই কর্চ্ছেন। সমস্ত কর্ণাট থেকে তিনি ইংরেজদের বিতারিত করে দিয়েছেন—ওদিকে শাজাদা টিপুও মালব বিজয় করে ফেলল। না, আমার অদৃষ্ট আকাশ ক্রমে বড়ই জটিল আকার ধারণ কচ্ছে।

জ্যোতি। কিছু ভাববেন না শাজাদা—আপনার অদৃষ্টাকাশের সব জটিলকে—কুটিল, অনাবিল, ভ্রুকুটিভঙ্গিল এবং গাঙ্গচিল করে শীঘ্রই সেখানে অষ্টরম্ভা রোপণ করব। আপনি তখন একেবারে নবডঙ্কা বাজিয়ে মসনদে উঠে বসবেন।

করিম। চুপ, পিতা যুদ্ধক্ষেত্র হতে শিবিরে ফিরে আসছেন—চলে এসো।

জ্যোতি। তা• চলুন, শত হস্তেন বাজীনা—মানে নিজ নিজ জীবন বাজী রেখে যারা লড়াই করে, তাদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে হয়। চলে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান

(হায়দার আলি ও পূর্ণিয়ার প্রবেশ)

হায়। সমস্ত কর্ণাটের ওপর ঘূর্ণিবায়ুর মত নিপতিত হয়ে এদেশ আমার বিধ্বস্ত করে ফেলেছি। বেইলী সাহেবের যে বিরাট বাহিনী মাল্রাজ সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছিল তাকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছি।

পূর্ণিয়া। কিন্তু শুনছি এবার বক্সার বিজেতা মনরো সসৈন্যে আসছে আমাদের বিরুদ্ধে?

হায়। বক্সার বিজেতা মনরো! হাঃ হাঃ হাঃ, শোননি দেওয়ান পূর্ণিয়া, তার বীরত্ব কাহিনী?

পূর্ণিয়া। কি হজরৎ?

হায়। মনরো কাঞ্জিভেরাম পর্য্যন্ত এসেছিলেন, কিন্তু বেইলী সাহেবের দুর্দ্দশার কথা শুনে কাঞ্জিভেরামের এক দীঘির জলে বন্দুক

কামান, গোলাগুলি সব ফেলে দিয়ে তিনি আতঙ্কে মাদ্রাজে পলায়ন করেছেন।

পূর্ণিয়া। হজরৎ যুদ্ধ জয় তো প্রায় সম্পূর্ণ হোলো। এবার চলুন, ইচ্ছানুযায়ী সর্ত্তে সন্ধি করে শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরে যাই। আপনার দেহ অসুস্থ বলেই বলছি।

হায়। দেহ আমার সত্যই অসুস্থ, বড়ই অসুস্থ,···হয়তো যে কোন মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যুও আস্‌তে পারে। তবু—তবু কি জান পূর্ণিয়া, যারা সন্ধি করে সুযোগ পেলেই সন্ধি ভঙ্গ করতে একটু দ্বিধা করে না···তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে আর আমাব প্রবৃত্তি নেই!

পূর্ণিয়া। হজরৎ!—

হায়। নিজাম বিশ্বাসঘাতকতা করে সরে দাঁড়াল! যাক্ তাতেও ভাবি না; শুধু মারাঠারা যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াত, তাহলে মৃত্যুব পূর্ব্বে নিশ্চয় দেখে যেতাম—আমার সাধের হিন্দুস্থান বিদেশীর কবল মুক্ত হয়েছে। সে কি হবে না পূর্ণিয়া? মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বাধীন হিন্দুস্থানের মূর্ত্তি কি আমি একটীবার দেখে যেতে পাবো না?

পূর্ণিয়া। পাবেন হজরৎ। মারহাট্টারা শীঘ্রই আপনার পার্শ্বে এসে দাঁড়াবে। সেনাপতি মঁশিয়ে লালী তাদের আমন্ত্রণ করে আনতে চলে গেছে পুণার দরবারে।

হায়। কিন্তু লালী ফিরতে এত দেরী কচ্ছে কেন? তোমাদের রামায়ণে বলে, রাবণ রাজা স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলেন, সে আর হয়ে উঠল না। অবসন্ন রোগক্লিষ্ট দেহে প্রতিপল মৃত্যুকে শিয়রে রেখে···তাই

আমারও বড় ভয় হয় পূর্ণিয়া, আশা বুঝি আমার পূর্ণ হোল না! মারহাট্টারা বুঝি এল না!

(নানাফাড়নাবীশের প্রবেশ)

নানা। মারাঠার অভিবাদন গ্রহণ করুন মহান সুলতান!

হায়। কে! নানাফাড়নাবীশ! এসেছ ভাই,—এসেছ বন্ধু! আর চিন্তা নেই তবে, অসুস্থ দেহে আমাব শতগুণ বল ফিরে পেয়েছি। মারাঠা সিংহ এসে আজ মহীশূরের ব্যাঘ্রের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছে! তাদের ভীম গর্জ্জনে দাক্ষিণাত্য হতে আরব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়ে উঠবে! এসো বীর, এসো বন্ধু সুম্মিলিত সৈন্য নিয়ে আমরা এই দণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ি রণাঙ্গণে,…এসো।

নানা। আমার সৈন্য নাই সুলতান—আমি একা। সমগ্র মহারাষ্ট্র আজ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ।

হায়। সমগ্র মহারাষ্ট্র সন্ধিবদ্ধ ইংরেজের সঙ্গে! সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, গাঁইকোয়াড়—

নানা। এমন কি পেশোয়া পর্য্যন্ত!

হায়। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করলে তোমরা! আমরা নিশ্চিত জয়ের মুহূর্ত্তে… ওঃ—পূর্ণিয়া—

(অবসন্নভাবে পড়িয়া যাইতেছিলেন
নানাফাড়নাবীশ তাহাকে ধরিলেন)

নানা। সুলতান—সুলতান—

পূর্ণিয়া। সমস্ত দেহ কাঁপছে! হিম হয়ে গেছে! সুলতান—

হায়। আমি ঘুমুব, আমায় নিয়ে চল…কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে?

কোথায় আমি ঘুমুব? হিন্দুস্থানের মাটির নীচে শুয়ে আমার যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে! দেখ্‌ছো না সারা হিন্দুস্থান মৃত্যু যাতনায় থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে—হিন্দুস্থানের মাটী বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,···আমি কেমন ঘুমুব। হায় নানাফাড়নাবীশ, হিন্দুস্থানের মাটীর আর্ত্তনাদে আজ যে লাখোযুগের মরা মানুষের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তবু জ্যান্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গে না। মড়া জাগল—জ্যান্ত মানুষ তবু জাগল না! জাগল না!

[পূর্ণিয়া ও নানাফাড়নাবীশ সহ প্রস্থান

(জ্যোতিষ্ক ও করিমশাহের প্রবেশ)

করিম। মঁশিয়ে লালী—মঁশিয়ে লালী!

লালী। Who's there! Prince Karim Saha!

করিম। সুলতানের অবস্থা কি খুব খারাপ নাকি?

লালী। হাঁ।

করিম। এ যাত্রা বাঁচা দুষ্কর বোধ হয়?

লালী। হাঁ।

করিম। মঁশিয়ে লালী, তোমার অধীনে কত সৈন্য?

লালী। Twenty thousand—বিশ হাজার।

করিম। বিশ হাজার! কুচ্‌পরোয়া নেই। তোমায় আমি পঞ্চাশ হাজারের সেনাপতি করব! সৈয়দ গফ্‌ফরকে বরতরফ্‌ করে···তোমায় প্রধান সেনাপতি করব। শুধু তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য কর।

লালী। What help! কিরূপ সাহায্য!

করিম। সুলতান তো···শীঘ্রই কাবার হয়ে যাচ্ছেন। টিপুও

রয়েছেন বহুদুর মালবে,···আমায় সঙ্গে করে শ্রীরঙ্গপত্তনে নিয়ে গিয়ে মসনদে তুলে দাও যদি—

লালী। I see—I see

করিম। কেমন, নিয়ে যাবে ?

জ্যোতি। ফিরিঙ্গী বাবা খুব ভাল আদমী! নিয়ে যাবেন বৈকি! নিয়ে যাবে না ?

লালী। হাঁ, যাবে।

(ইঙ্গিত করিতে সৈন্যগণ করিম শাহ ও জ্যোতিষ্ককে ঘিরিল)

জ্যোতি। ও ফিরিঙ্গি বাবা,—এ সব কি বাবা ?

লালী। These are prince's bodyguards! ইহারা শাহাজাদার শরীর রক্ষা করিবে।

করিম। ওঃ বেশ! চল তবে—

লালী। No! No! Not that way, please, এই দিকে।

করিম। শ্রীরঙ্গপত্তন তো এই দিকে!

লালী। ও হামি জানে···লেকেন হায়দার আলি খাঁ বাহাদুর or শাজাদা ফতে আলি টিপুর হুকুম না মিলিলে শ্রীরঙ্গপত্তনের পথ হামি চেনে না···হামি চিনে Prison কা way···কারাগারকা রাষ্টা এহি তরফ! আইয়ে শাজাদা।

করিম। আমি বন্দী! মঁশিয়ে লালী—

লালী। Not a word more! Please···

(প্রহরীগণ সহ করিমশাহ চলিয়া গেল। জ্যোতিষ্ক সন্তর্পণে পলায়ন করিতেছিল, লালী তাহাকে ধরিল)

Now···you my friend.

জ্যোতি। আমায় ছেড়ে দেবে তো বাবা? আমি সামান্য অষ্টরম্ভা।

লালী। No, আস্তে Ram ব্যা নহে! টুমি জোরে Ram ব্যা! মহীশূরকা tiger, মহীশূরকা শের যো থা—Me think ও আউর আওয়াজ করিবে না! The tiger will sleep the eternal sleep—! এখন যাও, আংরেজ লোককা কাছে চলিয়া যাও—টুমার মটো যটো Ram আছে…হিন্দুস্থানে যত ছাগল ভেড়া আছে…আংরেজ লোক উহাডের চাবুক মারিয়া চড়াইবে… আউর ঘাস খিলাইবে।

চতুর্থ দৃশ্য

মালবে টিপুর শিবির অভ্যন্তর

(টিপু মসনদে আসীন…সশস্ত্র দেহরক্ষীদল দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান… একপার্শ্বে সেনাপতি সৈয়দ গফ্ফর)

টিপু। সৈয়দ গফ্ফর—

গফ্ফর। শাজাদা—

টিপু। বন্দী ইংরেজ সেনাপতি কাপ্তেন ব্রেথওয়েটকে হাজির কর।

(সৈয়দ গফ্ফরের প্রস্থান ও ব্রেথওয়েট সহ পুনঃ প্রবেশ)

গফ্ফর। বন্দী, শাজাদাকে কুর্ণিশ কর!

ব্রেথ। No, হামি লোক কুর্ণিশ করিটে জানে না—

টিপু। তুমি জানো না ব্রেথওয়েট, কিন্তু প্রয়োজন হলে তোমার গভর্ণর জেনারেলও কুর্ণিশ করতে জানেন। প্রমাণ চাও তো তারও অভাব হবে না। প্রথম মহীশূর যুদ্ধে আমরা যখন মান্দ্রাজ সহর পর্য্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলুম…তখন কিন্তু সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল নতজানু হয়ে আমাদের কাছে সন্ধি ভিক্ষা করেছিলেন।

ব্রেথ। No, I don't remember।

টিপু। ওঃ মনে পড়ে না বুঝি! জানি, তোমরা সময়কালে সব কথা ভুলে যেতে অভ্যস্ত। তাই নতজানু অবস্থায় ভিক্ষাপ্রার্থী তোমাদের গভর্ণর জেনারেলের একখানি অপূর্ব্ব চিত্র মান্দ্রাজে সেন্টজর্জ্জ কেল্লার দ্বারে আমরা অঙ্কিত করে রেখে এসেছি। কোনদিন মান্দ্রাজে ফেরবার সৌভাগ্য হলে, সে চিত্রখানি ভাল করে দেখো ব্রেথওয়েট! সব কথা মনে পড়ে যাবে।

ব্রেথ। হামার উহা ডেখিবার ডরকার নাই। I am your prisoner, বণ্ডী হইয়াছি, কি শাষ্টি ডিবে ডাও।

টিপু। কিরূপ শাস্তি প্রত্যাশা কর সাহেব?

ব্রেথ। I know! I know! We the English soldiers are regarded by the natives as ferocious beasts who could only be subdued by mainforce—টুমরা আংরেজকে পশুর মট শাষ্টি ডিটে চাও!

টিপু। হ্যাঁ, পশুর মত শাস্তি দিতে চাই—কারণ, ইংরেজকে আমরা মনে করি হিংস্র পশু।

ব্রেথ। Shahajada !

টিপু। হাঁ হাঁ, পশুই মনে করি আমরা…তাই তাদের শাস্তি দিতে চাই পশুর মত! নইলে অন্য কোন বীরপুরুষ যুদ্ধে বন্দী হলে তাকে সম্মান করতে আমরা জানি।

ব্রেথ। ফুঃ! টুমি লোক বীরের সম্মান ডেখাইবে! নিজের ভাইকে নিজের লেড়কাকে যাহাডের চাবুক মারিটে সরম লাগে না—

টিপু। ব্রেথওয়েট—

ব্রেথ। হ্যাঁ—হামি ঝুট বোলে না, হামি জানে, হায়ডার আলি খাঁ তাহার লেড়কা…টোমার ভাই করিম শাহকে চাবুক মারিয়াছে।

টিপু। করিম শাহ চায় বিদেশীর পদলেহন করতে! বড় অন্যায় করেছেন হায়দার আলি খাঁ তাঁর সেই দেশদ্রোহী পুত্রকে চাবুক মেরে! আর ঠিক সেই একই সময়…অযোধ্যার বেগমরা তোমাদের হাতে সর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করতে চাননি…এই অপরাধে…তোমাদের গভর্ণর হেষ্টিংস যখন বেগমদের ওপর শারীরিক অত্যাচার কচ্ছিলেন, বেগম মহলের খোজাদের চাবুক মেরে জর্জ্জরিত করেছিলেন—সেটা হল তোমাদের চরম সভ্যতার পরিচয়! তাই নয়?

ব্রেথ। শাহজাদা!

টিপু। অবাক্ হই এই ভেবে, যাদের নিজেদের চরিত্রে এত বড় কলঙ্ক—তারা সুলতান হায়দার আলি খাঁর কার্য্যের সমালোচনা করতে চায় কোন সাহসে। বিশেষতঃ আমারি সামনে! তোমার মনে এতটুকু ভয় হলো না বন্দী?

ব্রেথ। No, we are Englishmen, ভয় কাহাকে বলে হামরা জানে না।

টিপু। সে তো বটেই! সুলতান হায়দার আলি খাঁ ও ফতে আলি টিপু আসছে শুনে যারা দীঘির জলে কামান বন্দুক ফেলে পালিয়ে আসতে পারে…তারা তো ভয় কি জানে না!

ব্রেথ। শাহজাদা!

টিপু। সৈয়দ গফ্ফর—একে শ্রীরঙ্গপত্তনে চালান কর।

ব্রেথ। To Seringa Pattan!

টিপু। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তোমার ঔদ্ধত্যের অবসান হয়নি দেখ্ছি। এবার যাও, শ্রীরঙ্গপত্তনের কারাগারে বসে বীরত্বের বড়াই আর সভ্যতার বাহাদুরী করগে—যাও—

[সৈয়দ গফ্ফর সহ ব্রেথওয়েটের প্রস্থান

পূর্ণিয়া। (নেপথ্যে)। টিপু সাহেব! টিপু সাহেব!

টিপু। কে! কে কথা কইলে! একি দেওয়ান পূর্ণিয়া।

(পূর্ণিয়ার প্রবেশ)

পূর্ণিয়া। হাঁ, সুলতান হায়দার আলি খাঁ বাহাদুর—

টিপু। হায়দার আলি খাঁ বাহাদুর…?

পূর্ণিয়া। আর ইহলোকে নেই—

টিপু। নেই! সুলতান হায়দার আলি খাঁ বাহাদুর নেই! পিতা—পিতা!

পূর্ণিয়া। শোকের এ সময় নয় সুলতান,—শোকের এ সময় নয়; শীঘ্র চলে আসুন শ্রীরঙ্গপত্তনে।

টিপু। কিন্তু তার পূর্ব্বে জানতে চাই, কি করে আমার পিতার মৃত্যু হল, কে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে ?

পূর্ণিয়া। মারাঠার বিশ্বাসঘাতকতা।

টিপু। মারাঠার বিশ্বাসঘাতকতা ?

পূর্ণিয়া। পেশোয়ার হয়ে নানাফাড়নাবীশ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ, সুলতান এ সংবাদ শুনেই—

টিপু। নানাফাড়নাবীশ! নানাফাড়নাবীশ! দেওয়ান পূর্ণিয়া, সৈয়দ গফ্ফর, তোমরা···কেউ পার সেই মারাঠা ব্রাহ্মণকে একবার আমার কাছে ধরে আনতে ?

(নানাফাড়নাবীশের প্রবেশ)

নানা। সে নিজে ধরা দিতে এসেছে সুলতান!

টিপু। নানাফাড়নাবীশ! বিশ্বাসঘাতক মারাঠা! যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন ইংরেজের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি করতে বলেছিলুম, স্বীকৃত হলে না! কারণ···জান্তে, শত্রুরূপে মহাবীর হায়দারকে বধ করবার ক্ষমতা তোমাদের বা ইংরেজের কারুর নাই। তাঁকে অস্ত্র দিয়ে বধ করতে পারবে না জেনেই মিত্ররূপে এসেছিলে, মর্ম্মে আঘাত দিয়ে বধ করতে! দুর্ব্বৃত্ত মারাঠা, প্রস্তুত হও···যে আঘাত হেনেছ···তার প্রতিঘাত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও।

নানা। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি সুলতান! আমার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করব বলে—পেশোয়ার প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করেছি, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছি, জন্মভূমি মহারাষ্ট্র ছেড়ে এই সুদূর মালবে ছুটে এসেছি তোমার কাছে—আঘাতের প্রতিঘাত গ্রহণ করব বলে। সত্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের

এই নগ্নদেহ আঘাতে জর্জ্জরিত কর স্থলতান ! এই তার মুক্তবক্ষে আমূল বিদ্ধ কর তোমার শাণিত কৃপাণ ! করো স্থলতান, অস্ত্রাঘাত কর !

টিপু। অস্ত্রাঘাত ! না, হায়দার আলির পুত্রের প্রতিহিংসা অত সামান্য নয় ব্রাহ্মণ ! তার প্রতিহিংসা—সেই পিতৃঘাতী শত্রুর অনুতাপ অশ্রুসিক্ত বুকে ভ্রাতৃস্নেহে আলিঙ্গন !

নানা। স্থলতান—মহান্ স্থলতান—!

টিপু। যাও ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রে ফিরে যাও, মহারাষ্ট্রের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রতি ঘুমন্ত নাগরিককে জাগরিত করে তোলো। প্রতি মারাঠীর কাছে আমার কাতর আবেদন জানিয়ে বলো—টিপু স্থলতান হোক, পেশোয়া হোক, কিম্বা যে কোন হিন্দু অথবা যে কোন মুসলমান হোক···যাকে তারা হিন্দুস্থানের জাতীয় নেতা বলে মানতে চায়···তারই পতাকা নিয়ে এসে তারা অবিলম্বে সম্মিলিত হোক্ ! যাও তাদের বুঝিয়ে বোলো···এই ঘনায়মান দুর্য্যোগের দিনে তারা যেন শুধু এই কথাটী ভুলে না যায়—যে এদেশ ইংরেজের নয়, ফরাসীর নয়, ওলন্দাজ পর্টুগীজেরও নয়—হিন্দুস্থানের অধিকারী···আমরা মিলিত হিন্দু-মুসলমান ···একই ধাত্রী মাতার আমরা যুগল-সন্তান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হায়দ্রাবাদে নিজামের প্রমোদ গৃহ

নিজাম ও জ্যোতিষ্ক

নর্ত্তকীদের গান

ছিপছিপে চিকর গড়ন
নতুন জোয়ান লো সই, নতুন জোয়ান ;
কোন ফাঁকে করল হরণ আমার পরাণ
সইলো, আমার পরাণ ।
ইরাবতীর ঘাটে দেখেছিলাম তাকে
সোনালী সাম্পান বেয়ে তর্‌ তরিয়ে যায় ;
দাঁড়ের তালে নাচে জল
বাজায়ে কাঁকন মল
রসবতী ঢেউ কুমারীর কল্‌ কলানি গান ।
সিঁদুরে মেঘের গায় শঙ্খ চিল উড়ে যায়,
ডানাতে মাথায়ে তার মেঘের কুঙ্কুম
সেই বিদেশীর রূপের আলো
অমনি আমার প্রাণ রাঙ্গালো
স্বপ্ন দেখি সেই দুটী

নিজাম। কেমন লাগল জ্যোতিষী ?

জ্যোতি। আজ্ঞে মিষ্টান্নবৎ—মিষ্টান্নবৎ—

নিজাম। আমার গৃহে মিষ্টান্ন খেলে! এঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার জাত গেল যে!

জ্যোতি। আজ্ঞে না—বরং সুন্দর মুখের মুখমিষ্টান্ন খেয়ে জাতে উঁচু হলুম।

নিজাম। লালী সাহেব দেখছি নিতান্ত বেরসিক। নইলে তোমার মত রসিক পুরুষকে হাঁত ছাড়া করে শ্রীরঙ্গপত্তনে আটকে রাখলো কিনা করিম শাহকে!

জ্যোতি। না না; করিম শাহের চেয়ে তিনি আমাকে বড় ভাল-বাসতেন; কিন্তু কি করবেন···আমি যে মেষরাশি।

নিজাম। মেষরাশি!

জ্যোতি। আজ্ঞে, হাঁ। তিনি বল্লেন, শ্রীরঙ্গপত্তন হ'ল বাঘের দেশ। মেষরাশির লোকের সে জঙ্গলে বিচরণ করা বিপজ্জনক বলেই তিনি আমায় ইংরেজ শিবিরে যেতে বললেন।

নিজাম। তবে ইংরেজ শিবিরে গেলে না কেন?

জ্যোতি। কি করে যাই বলুন, ইংরেজকে বলে বৃটিশ-সিংহ! নিরীহ মেষের কাছে বাঘ সিংহ দুইই সমান; তাই ভয়ে পালিয়ে এলুম হুজুরের কাছে!

নিজাম। আমার কাছে ভয় নেই বুঝি?

জ্যোতি। না, আপনাকে ভয় কি? আপনি তো কন্যারাশি।

নিজাম। কন্যারাশি! তার মানে?

জ্যোতি। কন্যারাশি বুঝলেন না? যাকে অজস্র সুন্দরী কন্যা রাত্রি দিন পরিবেষ্টন করে থাকে তিনিই কন্যারাশি।

নিজাম। আচ্ছা, কন্যা বুঝলুম···কিন্তু রাশি কি?

জ্যোতি। রাশি মানে অজস্র! আপনি একাই অজস্র কন্যার প্রিয়; সুতরাং আপনি একাই অজস্র কন্যা!

নিজাম। তাহলে তুমি মেষরাশি, এ কথার অর্থ কি?

জ্যোতি। অর্থ সহজ! আমি একাই অজস্র মেষ।

নিজাম। আচ্ছা, বলতো জ্যোতিষ্ক, করিমশাহ' কি রাশি?

জ্যোতি। তিনি—তিনি—

নিজাম। তিনি কি?

জ্যোতি। বিভীষণ রাশি—

নিজাম। বিভীষণ রাশি?

জ্যোতি। মানে বুঝলেন না? করিমশাহ—

নিজাম। রোসো, রাজনৈতিক কথা···এই কন্যাদের সামনে নয়, তোমরা একটু তফাৎ থাকো,—

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান

এইবার বল, বিভীষণ রাশি—এ কথার অর্থ?

জ্যোতি। আজ্ঞে, বিভীষণ যোগ দিয়েছিলেন একা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে; আর করিমশাহ শ্রীরঙ্গপত্তন হতে পালিয়ে এসে যোগ দিতে চাইছেন হুজুরের সঙ্গে, মারাঠার সঙ্গে, এমন কি ইংরেজেরও সঙ্গে। সুতরাং তিনি বিভীষণ রাশি, অর্থাৎ একাই অজস্র বিভীষণ।

নিজাম। হুঁ, কিন্তু তোমার বিভীষণ কারাগার হতে পালিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পাচ্ছেন কোথায় !

জ্যোতি। ভাবছেন কেন নিজাম বাহাদুর, তিনি নিশ্চয় পালিয়ে আসবেন।

নিজাম। করিমশাহ না আস্থন, আমার সেনাপতি তুহহ্বরজঙ্গ ও মারাঠা হরিপন্থ গেছে, ত্রিবাঙ্কুরের পথে টিপুর সেনাদলকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিতে। সম্মিলিত নিজামশাহী ও মারাঠা সৈন্য, অন্যদিকে রয়েছে দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ ! বলতো গণনা করে···এবার জয় না পরাজয় ?

জ্যোতি। মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ ! ত্রিশক্তির ত্র্যহস্পর্শ ! ও গুণে দেখতে হবে না জনাব, এবার জয় নিশ্চিত।

নিজাম। কার ? আমাদের না টিপুর ?

জ্যোতি। তাহলেই মুস্কিলে ফেল্‌লেন। তবে একথা নিশ্চয়—জয় এক পক্ষের হবেই।

নিজাম। আঃ রহস্য রাখ ! যাও, ভাল করে গণনা করে নিয়ে এস। শোন জ্যোতিষ্ক ! এবার যদি গণনা মিথ্যে হয়, তাহলে আর কন্যারাশির দেশে নয়, তোমায় পাঠিয়ে দেব সেই ব্যাঘ্ররাশির দেশে !

জ্যোতি। শ্রীরঙ্গপত্তনে ! সর্ব্বনাশ ! আচ্ছা, গুণেই নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মারাঠা হরিপন্থ !

নিজাম। হরিপন্থ ! নিয়ে এস।

[দূতের প্রস্থান

হরিপন্থ ! এত শীঘ্র ফিরে এল, তবে কি যুদ্ধ জয়—

(হরিপন্থের প্রবেশ)

হরিপন্থ। জয় নয়—পরাজয়।

নিজাম। পরাজয় ! নির্লজ্জ, ভীরু মারাঠা !

হরি। সাবধান নিজাম আলি খাঁ ! মারাঠা সেনাপতি হরিপন্থ আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী নয়, তার সম্বন্ধে সংহত ভাষা প্রয়োগ করবেন। আমরা নির্লজ্জ···আমরা ভীরু ! আর বড় পৌরুষ দেখাচ্ছে বোধ হয় আপনার নিজামশাহী সৈন্য ?

নিজাম। যখন নিজামশাহী সৈন্য নিয়ে সেনাপতি তুহব্বরজঙ্গ বিজয়গর্ব্বে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসবে···তখনই এ প্রশ্নের উত্তর পাবে হরিপন্থ।

(দূতের পুনঃ প্রবেশ)

দূত। সেনাপতি তুহব্বরজঙ্গ বাহাদুর।

নিজাম। তুহব্বরজঙ্গ ! ফিরে এলে আমার বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ।

(তুহব্বরজঙ্গের প্রবেশ)

তুহব্বর। বিজয়ী নই, শাহানশাহ, আমি বিজিত···অর্দ্ধেক সৈন্য আমার বিধ্বস্ত—

নিজাম। সে কি !

তুহব্বর। সাভানূর, ধারওয়াল, আদোনী প্রভৃতি স্থানে নিজাম বাহাদুরের সমস্ত কেল্লা তারা অধিকার করে নিয়েছে।

নিজাম। তুহব্বরজঙ্গ !

তুহব্বর। ক্রুদ্ধ হবেন না হজরৎ—টিপু সুলতানের সৈন্যদলে দেখলুম

অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা! ক্ষীপ্রতা তাদের এত অসাধারণ যে নিজামশাহী সৈন্য কোন মতে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারল না হজরৎ! বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হোলো পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে!

নিজাম। হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও…বিশ্রাম গ্রহণ করগে।

[তুহব্বরজঙ্গের প্রস্থান

হরিপন্থ!

হরি। আমায় কেন নিজাম আলি খাঁ? আমরা নির্লজ্জ, ভীরু মারাঠা…তাই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি! আপনার শক্তিমান নিজামশাহী সৈন্য নিয়ে তুহব্বরজঙ্গ মহীশূর রাজ্যের কোন্ কোন্ প্রদেশ জয় করে এলেন…তাঁকে ডেকে বেশ ভাল করে শুনুন!

নিজাম। হরিপন্থ, তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না, আমার রূঢ় আচরণে আমি সত্যই লজ্জিত।

হরি। নিজাম আলি খাঁ—

নিজাম। শোন হরিপন্থ, এখন হতে বিশেষ সাবধান হতে না পারলে—আমার এই হায়দ্রাবাদ এবং তোমাদের সমগ্র মহারাষ্ট্র জনপদ সত্যই বিপন্ন হয়ে পড়বে—ঐ দুর্দ্দান্ত টিপু সুলতানের পরাক্রমে!

হরি। সবই বুঝছি নিজাম আলি খাঁ, কিন্তু সাবধান হয়েও আমরা কি করতে পারি তাই বলুন? মনে হয়, টিপু সুলতানের পরাজয় বুঝি অসম্ভব।

(জ্যোতিষ্কের প্রবেশ)

জ্যোতি। টিপু সুলতান পরাজিত হয়েছে—টিপু সুলতান পরাজিত হয়েছে।

নিজাম। টিপুর পরাজয়! জ্যোতিষ্ক!

জ্যোতি। হ্যাঁ, আমাদের জয় হল!

নিজাম। জয় হল! কোথায়—কখন?

জ্যোতি। এখানে, এইমাত্র!

নিজাম। রহস্য রাখ জ্যোতিষ্ক!

জ্যোতি। রহস্য নয়, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি! দেখবেন আমাদের জয় পতাকা? নিয়ে আসছি···

(জ্যোতিষ্কের প্রস্থান ও করিমশাহকে লইয়া প্রবেশ)

এই দেখুন···সে জয় পতাকা!

নিজাম। একি মহীশূরের শাজাদা করিমশাহ! আপনি এমন অতর্কিতে?

করিম। অতর্কিতে পলায়ন করেছি শ্রীরঙ্গপত্তনের কারাগার হতে··· তাই অতর্কিতেই আসতে হ'ল নিজাম আলি খাঁ।

হরি। আপনি কি করে পলায়ন করলেন?

করিম। পলায়ন করতে পেরেছি একমাত্র পেশোয়ারী বেগমের অনুকম্পায়!

হরি। সুলতানের পেশোয়ারী বেগম!

করিম। হ্যাঁ, দয়া করে তিনিই আমায় ক'জন বিশ্বস্ত দেহ রক্ষী দিয়ে নিজাম আলি খাঁর রাজ্য সীমায় পৌছে দিয়েছেন। নতুবা টিপু সুলতান আমায় যে সতর্ক প্রহরায় রেখেছিল···সেখান হতে এক পা বাইরে আসা কোন জীবিত মানুষের অসাধ্য!

নিজাম। শাজাদা করিমশাহ—

করিম। কিন্তু সে কথা যাক ; নিজাম আলি খাঁ, আমি এসেছি আপনাদের কাছে কি উদ্দেশ্যে জানেন ?

নিজাম। কি ?

করিম। আপনাদের আমি সাহায্য করব সেই উদ্ধত টিপু সুলতানের ধ্বংস সাধনে।

হরি। শাজাদা করিমশাহ !

করিম। বিশ্বাস করুন আমায় হরিপন্থ ! সে শক্তি আমার আছে।

নিজাম। কিন্তু সে শক্তি নেই আজ মারাঠা ও নিজামের সম্মিলিত সেনার।

করিম। শক্তি আছে···বরং বলুন—নেই আপনাদের কৌশল ! তাই সমস্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে আপনারা দিনের পর দিন টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করে হতবল হয়ে পড়ছেন।

নিজাম। শুধু আমরা নই করিমশাহ, ইংরেজ সরকারকেও টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে এত অধিক সৈন্য রাখতে হচ্ছে যে—তাদের সমস্ত রাজ্যের রাজস্ব হতেও সে সেনাদলের ব্যয় সঙ্কুলন হচ্ছে না ! তারা বিব্রত হয়ে পড়েছে।

করিম। ইংরেজকেও এমন বিব্রত হতে হয় না, যদি—

নিজাম। ···যদি ?

করিম। যদি বর্ত্তমানের অপূর্ব্ব সুযোগ আপনারা গ্রহণ করতে পারেন।

হরি। কি সে সুযোগ ?

করিম। টিপু সুলতান রয়েছে সুদূর ত্রিবাঙ্কুরে, তার সেনা ও

সেনানায়কগণ দক্ষিণ ভারতের নানা অংশ জয় করতে ব্যস্ত ; ঠিক এই সময়ে যদি ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামশাহী সৈন্য তার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের উপর প্রবলবেগে আক্রমণ করতে পারে—জয় অবশ্যম্ভাবী।

নিজাম। করিমশাহ—

করিম। হ্যাঁ, শ্রীরঙ্গপত্তন এখন প্রায় অরক্ষিত। এবং তা ছাড়া, তার প্রতিটী পথ ঘাট আমার সুপরিচিত ; শ্রীরঙ্গপত্তন জয়ে প্রতি বিষয়ে আমি আপনাদের সহায়তা করতে পারি।

নিজাম। তা যদি হয়, আমি কথা দিচ্ছি, আমরা আপনাকেই শ্রীরঙ্গপত্তনের মসনদে বসাবো। কি বলেন হরিপন্থ ?

হরি। নিশ্চয়। শ্রীরঙ্গপত্তনের মসনদের উপর আমাদের কারুর লোভ নেই করিমশাহ,—আমরা চাই শুধু টিপুর পরাজয়।

করিম। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনারা আমার পরামর্শে চললে সে পরাজয় সুনিশ্চয়।

জ্যোতি। জয় বিভীষণের জয় !

করিম। বিভীষণ কি ?

জ্যোতি। ব্যস্ আর কথা নয়। নিজাম বাহাদুর ! লঙ্কা ভাগ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন—

নিজাম। তখন ?

জ্যোতি। এ লঙ্কা বড্ড ঝাল, তাই এবার মিষ্টান্ন মিতরে জনা··· মানে এবার বিভীষণ মিতাকে মিষ্টান্ন খাইয়ে দিন।

নিজাম। ওঃ ঠিক বলেছ জ্যোতিষ, হাঃ, হাঃ, হাঃ !

(করিমশাহকে লইয়া নিজাম আসনে বসিলেন ;
নর্তকী নৃত্য আরম্ভ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদ অলিন্দ

(রুণী বেগম দাঁড়াইয়াছিলেন ; একটু পরে পূর্ণিয়ার প্রবেশ)

পূর্ণিয়া। বেগম সাহেবা!

রুণী। এই যে, এসেছেন দেওয়ান পূর্ণিয়া!

পূর্ণিয়া। আমায় কি জন্য স্মরণ করেছেন বেগম সাহেবা?

রুণী। শুনলুম ইংরেজ নাকি এবার আমাদের এই শ্রীরঙ্গপত্তনের দিকেই আসছে?

পূর্ণিয়া। শ্রীরঙ্গপত্তনের দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে সত্য; কিন্তু সহসা শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করবার দুঃসাহস হবে বলে মনে হয় না। তারা জানে শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ ভারতের যে কোন শক্তির পক্ষে দুর্ভেদ্য।

রুণী। কিন্তু সত্যই কি তাই?

পূর্ণিয়া। বেগম সাহেবা—

রুণী। চল্লিশ হাজার সেনা নিয়ে সুলতান গেছেন ত্রিবাঙ্কুরে! সেনাপতি আবদুল গফ্‌ফর, বোর্‌হানুদ্দিন প্রভৃতি সেনানায়কগণ অগণন সৈন্য ও কামান বন্দুক নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েছে···একমাত্র ফরাসী সেনাপতি মঁশিয়ে লালীর অধীনস্থ সেনাবাহিনী রয়েছে শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষায়। সম্মিলিত ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে··· শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার এই কি যথেষ্ট আয়োজন মনে করেন আপনি? শ্রীরঙ্গপত্তনে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই বলতে চান দেওয়ান?

পূর্ণিয়া। আমাদের কেল্লার ভেতরে কত ফৌজ আছে না আছে··· তারা তা কেমন করে জানবে বেগম সাহেবা ?

রুণী। যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

পূর্ণিয়া। সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কর্ত্তে কেউ সাহস পাবে না বেগম সাহেবা ! একমাত্র আশঙ্কা যাকে দিয়ে···সে এখন কারাগারে !

রুণী। কারাগারে ! কে ? আপনি কাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অনুমান করেন ?

পূর্ণিয়া। আপনি ভয় পাবেন না বেগম সাহেবা। যদি তার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয়—তবু—তবু সে রয়েছে এখন কারাগারে !

রুণী। কারাগারে ! হ্যাঁ—কারাগারে !

(দূতের প্রবেশ)

পূর্ণিয়া। কি সংবাদ ?

দূত। মোহাম্মদ দরবেশখানের পত্র—

(পূর্ণিয়া পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিল)

রুণী। দরবেশখান ! এ নাম যেন সুলতানের মুখে শুনেছি মনে হচ্ছে। দরবেশ খাঁ—

পূর্ণিয়া। (পাঠান্তে) তাঁকে বল আমি যাচ্ছি !

[দূতের প্রস্থান

রুণী। দেওয়ান পূর্ণিয়া, কে দরবেশ খাঁ !

পূর্ণিয়া। ফরাসীদেশে প্রেরিত আমাদের দূত।

রুণী। তিনি ?

পূর্ণিয়া। হ্যাঁ, ঐ মোহাম্মদ দরবেশ খাঁ, উজীর আকবর আলি খাঁ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ওসমান আলি খাঁকে সুলতান ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন, ফরাসী রাজা ষোড়শলুইএর কাছে। ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ প্রভুত্ব অবসান কর্ব্বার জন্যে সমগ্র ফরাসীজাতি আমাদের সঙ্গে যাতে যোগ দেয়···এই অভিলাষেই এঁদের এ দৌত্য। দূতত্রয় এইমাত্র প্যারিস হতে শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরে এসেছেন।

রুণী। ফরাজীরাজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন ?

পূর্ণিয়া। সে সংবাদ ওঁরা পত্রে লেখেন নি ; সাক্ষাতে বলবেন জানিয়েছেন। যাই, আমি তাঁদের দৌত্যের ফল শুনে আসি।

[প্রস্থান

(সাহেবী পোষাকে আবদুল খালেক ও মোয়াজউদ্দিনের প্রবেশ)

মোয়াজ। মা—মাগো—

রুণী। কে ! একি !

খালেক। চিন্‌তে পারনি তো মা ? কেমন···তোমায় বলিনি মোয়াজউদ্দীন,···এ পোষাকে দেখলে, মা নিজেও আমাদের চিন্‌তে পারবেন না।

রুণী। আবদুল খালেক—

খালেক। No mammy, rather say—Mr. Abdul Khalek or Prince Abdul Khalek ;

রুণী। এ সব কি আবদুল খালেক !

খালেক। বাঃ রে, আমরা সাহেব হয়েছি যে ! ইংরেজীতে কথা বল আমাদের সঙ্গে।

মোয়াজ। দাদা, তোমার একটুও বুদ্ধি নেই ! মা ইংরেজী বললেন কি ! মা বুঝি ইংরেজী জানেন ?

খালেক। ওঃ তাতো বটে ! মাকে তা হ'লে একখানি First Book কিনে দিতে হবে। মা কিছু ভেবনা আমি ইংরেজী শেখাব তোমায় ! I am a very good private tutor ! মাইনে দেবে তো মা ?

রুণী। কি মাইনে ?

খালেক। মাইনে ! তাই তো ! তুমি আর কি মাইনে দেবে !

মোয়া। আমাদের বুকে নিয়ে একটুখানি আদর কোরো···বাস, আর কিছু চাইনে আমরা।

রুণী। মোয়াজউদ্দিন, পুত্র আমার—

(বুকে টানিয়া লইলেন)

(সহসা টিপুর প্রবেশ)

টিপু। চমৎকার পেশোয়ারী বেগম। পুত্রদের ভেতরে বাহিরে একেবারে খাটী ইংরেজের বাচ্চা করে তুলেছ ! বড় গৌরব—বড় আনন্দ বোধ কর্চ্ছ ; না পেশোয়ারী বেগম ?

রুণী। হজরৎ—

টিপু। এদিকে এস আবদুল খালেক···মোয়াজউদ্দীন···

(উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল)

কাছে এস বলছি !

(সভয়ে কাছে গেল)

টিপু। তোমাদের এ পোষাক কে পরিয়েছে ?

খালেক। কারাগারে বন্দী ক্যাপ্টেন্ চেমার্স !

টিপু। হুঁ, পেশোয়ারী বেগম তাহলে আজকাল পুত্রদের বন্দীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছেন?

রুণী। সাহেবরা ওদের ভালবাসেন...তাই!

টিপু। ভালবাসে! সাহেবরা ওদের ভালবাসে! যদি···তোমার ছেলেদের দেখে গোখ্রো সাপ ভালবেসে আনন্দে ফণা তুলে নাচে, দিতে পার তা হ'লে তোমার ছেলেদের সেই গোখ্রো সাপের ফণার কাছে এগিয়ে।

রুণী। হজরৎ—হজরৎ?

টিপু। আশ্চর্য্য সাহস দেখ্ছি চেমার্স সাহেবের। আমারই বন্দী শিবিরে বসে আমারই পুত্রদের করে তুল্তে চায় আচারে ব্যবহারে সর্ব্ব বিষয়ে ইংরেজের ক্রীতদাস! আচ্ছা, আমি একবার দেখে নিচ্ছি সেই চেমার্স সাহেবকে।

[প্রস্থানোদ্যত

খালেক। পিতা, সাহেবের কোন দোষ নেই। এ পোষাক আমরাই পরতে চেয়েছিলুম!

টিপু। কেন? তোমরা ইংরেজের বাচ্চা? না···ইংরেজের মাইনে করা কর্ম্মচারী···যে ইংরেজী পোষাক পরতে চেয়েছ?

খালেক। আমাদের ভাল লেগেছিল···তাই—

টিপু। ভাল লেগেছিল!

খালেক। একি দেখ্তে ভাল নয় পিতা?

টিপু। হ্যাঁ—ভাল।

খালেক। তবে?

টিপু। তবে আর কিছু নয়! ভবিষ্যতে হিন্দুদের এই প্রবাদবাক্যটী মনে রাখবে শুধু, বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল।

খালেক। পিতা—

টিপু। যাও, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত দাঁড়কাকের মুখে ও সম্ভাষণ আমার ভাল লাগছে না। ভবিষ্যতে যদি আর কখনো বিজাতীয় পরিচ্ছদে দেখি —সে পরিচ্ছদ তো থাকবেই না···সেই সঙ্গে তোমাদের দেহের চামড়াও অবশিষ্ট থাকবে না! মনে থাকে যেন! যাও...চলে যাও আমার সামনে থেকে।

[উভয়ের প্রস্থান

পেশোয়ারী বেগম—

রুণী। হজরৎ!—

টিপু। করিমশাহ কোথায় পেশোয়ারী বেগম!

রুণী। আমি জানি না।

টিপু। নিজে কারাগার হতে মুক্ত করে দিয়েছ, অথচ জানো না সে কোথায়!

রুণী। আমি মুক্ত করে দিয়েছি···এ সংবাদ আপনাকে কে বললে?

টিপু। নইলে অন্য কোন জীবন্ত মানুষ দূরে থাক্, সূর্য্যালোকের সাধ্য ছিল না—সেই অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে···তাকে মুক্ত করে দেয়?

রুণী। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না হজরৎ...করিমশাহ অনুতপ্ত, তার ক্রন্দনে পাষাণ গলে যায়; রক্তমাংসের মানুষ হয়ে, সে কান্না আমি সইতে পারলুম না। তাই বিচলিত হয়ে···শুধু দয়া পরবশ হয়ে—

টিপু। ...দয়া পরবশ হয়ে! তোমার দয়ার সমুদ্র অকস্মাৎ এমন

উথলে উঠলো যে তার জন্যে আমার ত্রিবাঙ্কুর বিজয় অসমাপ্ত রেখে মহীশূর রক্ষার জন্য ছুটে আসতে হ'ল শ্রীরঙ্গপত্তনে !

রুণী। প্রভু !

টিপু। করিমশাহ আমার কত বড় শত্রু সে কি তুমি জান না ?

রুণী। শত্রু নয়···সে যে আপনার ভাই···আপনার সহোদর ভাই।

টিপু। আমার সহোদর ভাই কে···একথা কি আজ আমায় জানতে হবে পেশোয়ারী বেগমের মুখ হতে !

রুণী। হজরৎ—

টিপু। আমার জীবন-হন্তাকে আমি ভাই বলে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু পারি না ক্ষমা করতে তাকে—পারি না ভাই বলে ক্ষমা করতে সেই ভাইকে—যে আমার মাকে···আমার মায়ের চেয়ে গরীয়সী এই দেশের মাটিকে বিদেশীর ক্রীতদাসীরূপে বিকিয়ে দিতে চায়।

রুণী। জনাব, আমায় শাস্তি দিন আপনি···তাকে মুক্ত করে দিয়ে যদি অন্যায় করে থাকি—আমায় শাস্তি দিন—শাস্তি দিন হজরৎ।

টিপু। শাস্তি ! না রুণী বেগম, তোমায় শাস্তি দিব না। এ পৃথিবীতে আমি বড় একা, আমার আশে পাশে কেউ নেই !···মানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায়...দেশদ্রোহীতায় মন যখন আমার ক্ষুব্ধ, অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে একটি স্নেহের আশ্রয় নীড়ে···একটী সুনিবিড় বিশ্বাস ভরা অন্তরে আশ্রয় নিতে সাধ যায়। আঘাত হেনে অন্ততঃ সে আশ্রয় স্থান-টীকে আমি ভাঙতে পারব না রুণী ! না, সে হবে আমার মৃত্যু তুল্য।

রুণী। হজরৎ, প্রভু !

টিপু। রুণী—

রুণী। জানি প্রভু, অন্তরে তোমার বড় যাতনা। বিদেশীর কবল মুক্ত যে বিরাট ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন দেখেছ তুমি…প্রতিপদে তোমারই স্বদেশীয়গণ নির্ম্মম আঘাতে সে স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইছে! তারা নিজের হাতে শৃঙ্খল পরাতে চাইছে—নিজেদেরই দেশ জননীকে! প্রভু, এ দুর্দ্দিন কি শেষ হবে না! ভারতের জাতীয় জীবনের এ পরম দুর্য্যোগ রাত্রি…এর কি অবসান হবে না!

টিপু। হয় তো হবে! কিন্তু সে কবে—কত শতাব্দীর পরে…কে জানে!

রুণী। প্রভু—

টিপু। কেন জানি না, আজ বারবার মনে পড়ছে সোফিয়ার সেই ভবিষ্যদ্বাণী! হায়দার আলি বুকের রক্ত দেবে…টিপুর বুক হতে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরবে—তবু পূবের আকাশ লাল হবে না! সমস্ত জাতির পাপ—ত্রিংশকোটী হিন্দু মুসলমানের মহাপাপ—হিন্দুস্থানের আকাশে এমন গাঢ়…নিবিড় কালিমা লেপন করেছে যে… টিপু হায়দারের বুকের রক্তে সে কালি ধৌত হবে না। ত্রিংশকোটীর অপরাধ পালন হবে শুধু ত্রিংশ কোটীর মিলিত প্রায়শ্চিত্তে।…আমি কি করব? একা আমি কি করব?…আমায় দুনিয়া হতে বিদায় নিতে হবে—শুধু ব্যর্থতার বোঝা বয়ে, শুধু হতাশা নিয়ে, শুধু বেদনা নিয়ে!

রুণী। হজরৎ, জনাব, আপনি চুপ করুন, এ আমি শুনতে পারি না! আপনার জীবনের এ ব্যর্থ পরিণতির কথা আমি শুনতে পারি না। আমার ভয় করে হজরৎ—ভয়ে আমার গায়ের রক্ত যে হিম হয়ে আসে!

টিপু। না, না, রুণী বেগম,—ভয় কিসের—ভয় কাকে? দুর্ব্বল

মুহূর্ত্তে যে কথা উচ্চারণ করে ফেলেছি, সে তো আমার কথা নয়! আমি যে অপরাজেয়···বিশ্বত্রাস টিপু সুলতান।

রুণী। হ্যাঁ, বলুন—আপনি দুর্দ্ধর্ষ—আপনি অপরাজেয়—আপনি বিশ্ববাসীর মহাত্রাস! বলুন হজরৎ, মারাঠা আসুক, নিজাম আসুক, ইংরেজ আসুক, কোন শক্তি পারবে না আপনার সামনে দাঁড়াতে।

টিপু। পারবে না—পারবে না রুণী বেগম, অন্তরে অনন্ত বিশ্বাস রাখ আমার শক্তির উপর। বহুবার তাদের পরাজিত করেছি···এবং আজও ত্রিবাঙ্কুর হতে ফেরবার পথে লর্ড কর্ণওয়ালিশের বাহিনীকে এমন শিক্ষা দিয়ে এসেছি যে—কর্ণওয়ালিশ তার সমস্ত অবরোধ যন্ত্র ধ্বংস করে, গোলা বারুদ নদীতে নিক্ষেপ করে এবং পরিশেষে ভারবাহী শকটাদি দগ্ধ করে বাঙ্গালোরে ফিরে গেছে। এত দ্রুত গতিতে তাকে পলায়ন করতে হয়েছে যে—যাবার সময় বোম্বাই বাহিনীর হাসপাতালে আঠারটী ইংরেজ রুগ্নকে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

রুণী। হজরৎ, তাহলে এখন আর শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণের ভয় নেই?

টিপু। না, আপাততঃ নয়,···আর যদি বা আক্রমণ করে, তা হলে তোমার ভয় কি রুণী বেগম? টিপু সুলতান আজ শ্রীরঙ্গপত্তনে।

রুণী। ভাল কথা, শুনলুম, ফরাসী রাজ্যের দূত নাকি শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরে এসেছে?

টিপু। ফিরে এসেছে? কৈ, আমাকে এ সব কথা তো কেউ বলেনি এখনো! মহম্মদ দরবেশ খান এখনও দেখা করল না কেন আমার সঙ্গে!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মঁশিয়ে লালী—

টিপু। নিয়ে এস—

[দূতের প্রস্থান

রুণী বেগম—

রুণী। আমি যাচ্ছি হজরৎ!

[প্রস্থান

(লালীর প্রবেশ)

টিপু। লালী, কি সংবাদ। তোমায় অমন চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

লালী। Massenger খবর ডিল—আংরেজ লোক শ্রীরঙ্গপত্তন কিল্লা attack করিটে আসিটেছে।

টিপু। সে কি! অকস্মাৎ ইংরেজের এত দুঃসাহস!

লালী। উস্‌কো সাথ আছে নিজামকা general তুহব্বরজঙ্গ আউর মারহাট্টা হরিপন্থ, পরশুরামভাও, with their combined artilaries and troops,...Lord Cornwallis himself leading the army... Cornwallis নিজে পরধান সেনাপতি হইয়া আসিল! আউর-আউর আছে—

টিপু। কে? বল—আর কে আছে?

লালী। সুলতান, হামার বলিটে ডর লাগে—বয় লাগে!

টিপু। ভয়! মঁশিয়ে লালীর প্রাণে ভয়?

লালী। হাঁ, বয়; বহুট বয়। মঁশিয়ে লালী is a born soldier! বিশঠো দুষমনকো সাথ হামি একেলা লড়াই করিবে—This may sword drawn from the scabbard···বিশঠো দুষমনকা শির মাটিমে ডাল দিবে, উস্‌মে হামার বয় লাগে না···লেকিন সুলটান, বহুট বয় লাগে, উস্কো নাম

মুখে আনিটে, যো বাই হইল—brother হইল, আউর সাইয়ের সাঠে লড়াই করিটে ডুষ্মনকো সাঠ দোস্তা করিল!

টিপু। তবে কি—তবে কি সেই দুর্ব্বৃত্ত করিমশাহ ?—

লালী। লর্ড কর্ণওয়ালিসকো সাগ সাগ আকে শ্রীরঙ্গপট্টন-কিল্লার পঠ বাৎলাইয়া দিল!

টিপু। হুঁ—কৈ হ্যায়? রুণী বেগম! রুণী বেগম!···না থাক্।··· মঁশিয়ে লালী, সে দুর্ব্বৃত্ত শত্রুর শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল এ সংবাদ আমি জানতুম; কিন্তু সে যে নিজে শত্রুকে পথ দেখিয়ে আনবে—এ আমি সত্যই কল্পনা করিনি। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না।

লালী। সুলটান—

টিপু। যাক্ সে কথা; লালী, প্যারিস থেকে দরবেশ খাঁ কি সংবাদ বহন করে এনেছে জান তুমি? ওকি, মাথা নত কর্লে কেন? কি সংবাদ? দরবেশ খাঁ এতক্ষণ আমার সঙ্গে দেখা কচ্ছে না কেন?

লালী। ডেখা করিটে সাহস হয় না—টাই আসিল না!

টিপু। সাহস হয় না কেন! বল লালী, চুপ করে থেকো না, বল—তোমাদের রাজা আমাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে কতটা সাহায্য করতে পারবেন।

লালী। সুলটান, হামি কি বলিবে? কঠার কোনো উট্টুর না আছে। হামাডের রাজ্বা কুছু সাহায্য করিটে পারিবে না।

টিপু। পারবেন না!

লালী। France এখন National debt···জাতীয় ঋণভারে বিপন্ন! হামার ডেশে Revolution···বিদ্রোহ, অসন্তোষ, ঘরে ঘরে আগুণ

জ্বলিটেছে! হামার রাজা বহুট ডুঃখ করিয়া সুলটানের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে। হামার ডেশের গোলমাল চুকিয়া গেলে, হামার রাজা Luise XVI সুলতানকে help করিটে পারিবেন। এখন ক্ষমটা নাই—ক্ষমা চাহিয়াছেন তিনি।

টিপু। ফরাসীরাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনাও ব্যর্থ হ'ল তবে! বন্ধু আমার ঘরে নাই—বন্ধু আমার বাইরে নাই…(তরবারি বাহির করিয়া সেই তরবারি লক্ষ্য করিয়া)…শুধু তুমি, তুমি আমার বন্ধু থেকো! যতক্ষণ তুমি আছ—ততক্ষণ টিপু সুলতান আছে…তার জন্মভূমির সম্ভ্রম, মর্য্যাদা সব আছে। যখন তুমি থাকবে না—ওগো আমার শেষ বন্ধু, তখন আর কিছুই অবশেষ থাকবে না।

[প্রস্থানোদ্যত

লালী। সুলটান—সুলটান—!

টিপু। লালী! সবই তো হারিয়েছি, তুমি আর রয়েছ কেন—আমার দুর্ভাগ্যের অংশ নিতে।

লালী। সুলটান, সব যাক্। কিণ্টু লালী যাবে না। হামি কারো নিমক খায় না; কিণ্টু যদি কখনও খায় তো টামাম শরীরমে একবিণ্ডু রক্ত—একবিণ্ডু খুন্ ঠাকিটে নিমক হারামী করিবে না। হামি জীবন ডিবে টবু জবান ঠিক রাখিবে! My flesh blood and everything is for you my Sultan, মেরা সুলটান, হুকুম ডিজিয়ে—হামি কেল্লাকে gate পর জান খটম করিবে, লেকিন উস্কো পহিলা ডুষমনকো কিল্লায় আসিটে ডিবে না। Please give order, order please, হুকুম ডিজিয়ে—হুকুম ডিজিয়ে!

টিপু। ওঠো বিদেশী বীর, জীবন যদি দিতে হয় তো আমরা দুজনেই একসঙ্গে দেব, তবু তার আগে যারা শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করতে এসেছে—তাদের এমন শিক্ষা দেব যে সে কথা স্মরণ করে আজ হতে শতবর্ষ পরেও দেশের সমস্ত বিশ্বাসঘাতক যেন আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির সম্মুখ ; অদূরে কাবেরী নদী

(নানাফাড়নাবীশ ও কৃষ্ণাবাঈ)

নানা। পুণায় গিয়ে পেশোয়া-জননীর সাক্ষাৎ পেলুম না। আশা করতে পারিনি যে অতর্কিতে তাঁর দেখা পাব এই মহীশূরে কাবেরী নদীতটে।

কৃষ্ণা। তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম রামেশ্বর সেতুবন্ধে। পথে শুনলুম, মহীশূর আক্রমণে এসেছে ইংরেজের সঙ্গে মারাঠা সৈন্য। আমার পুত্র মাধবরাওনারায়ণও নাকি এসেছে হরিপন্থের সঙ্গে রণস্থল দেখ্‌তে। তাই এখানে এলুম পুত্রের সঙ্গে দেখা হবে বলে। এসে শুধু পুত্রকে নয়—সেই সঙ্গে আমার পিতৃতুল্য নানাফাড়নাবীশেরও দেখা পেলুম। দেখা পেলুম যদি…আর তো আপনাকে ছাড়তে পারবো না! এবার যেতে হবে আপনাকে আমার সঙ্গে পুণায় ফিরে।

নানা। পেশোয়া-জননী—

কৃষ্ণা। না, পেশোয়া-জননী নয়—বলুন কৃষ্ণাবাঈ—বলুন কৃষ্ণা। আপনার অভাবে মহারাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে বিরাট বিশৃঙ্খলা; তীক্ষ্ণবুদ্ধি নানাফাড়নাবীশ নাই, তাই পেশোয়ার স্বার্থ রক্ষা কর্ব্বার জন্যে তার আশে পাশে কেউ নেই। আপনি আসুন নানাফাড়নাবীশ, আপনার পেশোয়াকে —আপনার আদরের পেশোয়াকে রক্ষা করবেন আসুন। আপনার কন্যার প্রার্থনা—কন্যার কাতর অনুনয়।

নানা। কৃষ্ণাবাঈ, আমি আসতে পারি—গ্রহণ করতে পারি আবার আমার পরিত্যক্ত আসন। কিন্তু—

কৃষ্ণা। কিন্তু কি ?

নানা। আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন। তোমরা যে পথে চলছ— আমি সে পথে চলতে চাই না, আমি যা চাই—তোমরা তা চাও না !

কৃষ্ণা। এখন হতে আপনার নির্দ্দেশিত পথে চলব···আপনি যা চাইবেন আমরাও তাই চাইব।

নানা। তাহ'লে আমি চাই···এই মুহূর্ত্তে পেশোয়ার সমস্ত সৈন্য টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিত্যাগ করুক। পারবে ? বল, পারবে সৈন্যদের এ যুদ্ধে নিবৃত্ত রাখতে ?

কৃষ্ণা। আপনি যদি মনে করেন তাতে পেশোয়ার কল্যাণ হবে— তা হ'লে এখনি আমি সেনাপতি হরিপন্থকে আদেশ ক'রব।

(হরিপন্থের প্রবেশ)

হরি। কি আদেশ করবেন পেশোয়া-জননী ?

কৃষ্ণা। হরিপন্থ, টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

হরি। এ নিশ্চয় নানাফাড়নাবীশের উপদেশ ?

কৃষ্ণা। শুধু নানাফাড়নাবীশের উপদেশ নয়, আমিও এ যুদ্ধ চাই না।

হরি। সেনাদল সজ্জিত করে সুদূর মহীশূরের রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে···এখন পেশোয়া-জননীর আদেশ শুনে গৃহে ফিরে যাওয়া চলে না।

কৃষ্ণা। হরিপন্থ—

হরি। আমায় মার্জ্জনা করবেন পেশোয়া-জননী !

নানা। হরিপন্থ—হরিপন্থ—আমার কথা শোন ভাই।

হরি। একটা বিরাট যুদ্ধের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে এখন বিশ্রম্ভ-আলাপের অবকাশ নেই নানাফাড়নাবীশ। আপনি পেশোয়া-জননীকে নিয়ে পুণায় ফিরে যান।

নানা। যুদ্ধ তা হলে কিছুতেই স্থগিত থাকতে পারে না ?

হরি। না।

নানা। সেনাদল যদি যুদ্ধে বিরত হতে চায় ?

হরি। তারা চাইবে না—

নানা। তারা চায় কি না চায় সে একবার আমি নিজে দেখতে চাই ; পেশোয়া-জননীকে সঙ্গে নিয়ে আমি একবার তাদের সামনে দাঁড়াব ! দেখি, তারা আমার অনুরোধ কেমন করে উপেক্ষা করে, এস কৃষ্ণাবাঈ।

[অগ্রসর হইতেছিলেন

হরি। দাঁড়ান নানাফাড়নাবীশ, আপনারা সেনাদলের সামনে যেতে পারবেন না।

নানা। কেন ?

হরি। কারণ এ যুদ্ধের সেনাপতি আমি, আমার অভিপ্রেত নয় যে আপনারা আমার সেনাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—

কৃষ্ণা। আমাদের তুমি বাধা দেবে হরিপন্থ! এত দুঃসাহস—এত ঔদ্ধত্য তোমার!

হরি। আশা করি পেশোয়া-জননী আমায় কোন অপ্রিয় কার্য্য কর্ত্তে বাধ্য করবেন না। যান্, সসম্মানে পুণায় ফিরে যান! আমি বড় ব্যস্ত, আপাততঃ আর আমার সাক্ষাৎ পাবেন না!

[প্রস্থান

কৃষ্ণা। নানাফাড়নাবীশ! কি হবে নানাফাড়নাবীশ ?

নানা। নিজের হাতে যে বিষ পান করেছ মা,—সে তার বিষ-ক্রিয়া কর্ব্বেই। যুদ্ধ যখন স্থগিত রাখতে পাল্লুম না—তখন আর এখানে নয়, চল আমরা মহারাষ্ট্রে ফিরে যাই। জাতীয় স্বাধীনতা ধ্বংস করবার জন্যে জাতির এ আত্মঘাতী সংগ্রাম চোখের সামনে দেখতে পারব না। এসো—

[উভয়ের প্রস্থান

(তুহব্বরজঙ্গ, হরিপন্থ ও লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবেশ)

হরি। মহামান্য গভর্ণর সাহেবের আমাদের ওপর এ ক্রোধ অনর্থক !

কর্ণ। Why ? কেন ?

তুহ। কারণ, আমাদের কোন দোষ নাই—"।

কর্ণ। ডোষ নাই ? You made treaty with us, হামাডের সাঠে সণ্ডি করিয়াছ যে টিপু সুলতানের সাঠে এই লড়াইমে মহারাষ্ট্রী আউর নিজামশাহী troops হামাডের সাঠে ঠাকিবে ; যখন ইংলিশ Soldiers টিপুকে attack করিবে টুমি লোকভি সেই সাঠে attack করিবে।

হরি। জানি গভর্ণর সাহেব, আমরা তো সেই জন্যেই এসেছি !

কর্ণ। আসিয়াছে, কিণ্টু ইহার আগে বাঙ্গালোরের পথে হামি যখন টিপুকে attack করিল, তখন কোঠায় ছিল মারহাট্টা force ? কোঠায় ছিল নিজামশাহী ফৌজ ?

হরি। কিন্তু গভর্ণর সাহেব, আমরা তো তোমার সঙ্গে যোগ দিতেই আসছিলুম ; পথের মধ্যে কোথা হতে পঙ্গপালের মত টিপুর সেনাদল আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ! পেছিয়ে না গেলে শত্রুর গোলাবর্ষণে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতুম, তাই তোমার সহিত যোগ দিতে দেরী হয়ে গেল।

.. কর্ণ। Is it ?

তুহ। এবার যখন এসে পৌছেছি—সবাই একসঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি···তখন আর চিন্তা নাই সাহেব ! এসো, আর কালক্ষেপ না করে আমরা শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করি।

কর্ণ। আক্রমণ করিবে—আউর যখন টিপুর কেল্লা হইটে গোলাগুলি চলিটে ঠাকিবে তখন বাধ্য হইয়া সব সেপাই লইয়া পিছু হটিয়া যাইবে। ব্যাস্ !

তুহ। কেন—পিছু হটব কেন ?

কর্ণ। জান বাঁচাইবার নিমিট্ট···আউর কেন ? টুমি বলিয়াছিলে, টুমার খবর মিলিয়াছে যে শ্রীরঙ্গপট্টন কিল্লায় এখন অটিক যুদ্ধ আয়োজন নাই, টাই হামি attack করিটে আসিল। কিণ্টু টুমার কঠা শুনিয়া হামি ভুল করিল। Have you ever seen Tipu's wonderful preperation ? কিরূপ অডুট···আশ্চর্য্যরূপে টিপু সুলটান তোপ সাজাইল টুমি ডেখিয়াছ ? He is a great General···and I think হামার

মনে বিশওয়াস হইল যে it will be very-very difficult for us to storm this invincible fort—এহি কেল্লা ডখল করা হামাডের বহুট মুস্কিল হইবে।

হরি। তবে এখন কি করতে চাও সাহেব?

কর্ণ। Let the tiger sleep! মহীশূরকা শের, মহীশূরকা দুর্দান্ত tiger এখন আপনা ঘরে ঘুম করুক! ফাঁকা আওয়াজ করিয়া উহাকে জাগাইলে বিপড হইবে। আউর বহুট Soldier—আউর বহুট গোলা বারুড যখন হামাডের হাটে আসিবে—টখন লড়াই স্থরু হইবে। Let us retreat now—এগন চল, বাঙ্গালোর গিয়া উপযুকৃট্ সুযোগ অপেক্ষা করিব।

[প্রস্থানোদ্যত

(করিম শাহের প্রবেশ)

করিম। সাহেব, গভর্ণর সাহেব, কোথায় চলে যাচ্ছ তোমরা?

কর্ণ। To Bangalore.

করিম। সে কি! টিপুর হাত থেকে তোমরা মহীশূর উদ্ধার করবে না?

কর্ণ। Not at present.

করিম। কিন্তু মহীশূরের নিরীহ প্রজারা যে টিপুর দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে!

কর্ণ। No, I know it well that Tipu Sultan never ill-treated his subjects, কখনো প্রজাদের ওপর টিপু কোন অট্যাচার করে নাই।

করিম। বল কি? মহীশূর যে তার অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল!

কর্ণ। টুমি টিপুর বাই এমন কঠা বলে—And I Lord Cornowallis উহার শাট্রু আছে, আংরেজ আছে, টবু হামি বলে, টিপুর

রাজ্যে এত prosperity···এত সমৃদ্ধি আছে which is not to be met with in the British India—হামাডের British India টিপুর রাজ্যের মত সমৃদ্ধ নহে।

করিম। তা যদি হয়, তবে সেই সমৃদ্ধ রাজ্যই বা তোমরা জয় করে নেবে না কেন ?

কর্ণ। That's it ! Be frank my friend ! সট্য কঠা বল্‌ছ আউর সট্য জবাব শুন। Mysore ডখল করিটে হামি লোক চাই। কিন্টু সে হামাডের ক্ষমটায় কুলাইবে না।

করিম। কেন কুলোবে না ক্ষমতায় ?

কর্ণ। Because he is well prepared, টিপুর যুদ্ধ আয়োজন হামাডের অপেক্ষা অ্টিক আছে।

করিম। কিন্তু আমি যদি এমন পথ বাৎলে দিতে পারি যাতে জয় তোমাদের সুনিশ্চিত !

কর্ণ। Then we have no objection to attack Tipu ! সহজ উপায়ে কার্য্য উদ্ধার হইলে সে সুযোগ কেন ছাড়িব ! কি বলেন তুহব্বরজঙ্গ মিঞা সাহেব, আউর হারিপন্থ মোশাই !

উভয়ে। নিশ্চয়—নিশ্চয় !

করিম। তাহলে আসুন আপনারা শিবির মধ্যে, আমার পরামর্শ আপনাদের বলছি।

কর্ণ। All right--চলো—

[প্রস্থানোদ্যত

করিম। হ্যাঁ—একটা কথা—

কর্ণ। What কঠা ?

করিম। আমার পরামর্শে যদি যুদ্ধে জয় হয়, শ্রীরঙ্গপত্তনের মসনদ কিন্তু আমার !

কর্ণ। Of course ! If the tiger is shot dead, মহীশূরকা ব্যাঘ্র নিহত হ'লে, the throne is for the silly fox…টখন সে মসনড ধূর্ত্ত শৃগালকে ডিবে। বাঘ মরিবে…শিয়াল ভায়া রাজা হবে। কিন্টু ডেখো সাবধান—

করিম। আবার কি সাবধান !

কর্ণ। When our bulldogs will bark don't fly away, don't run away from the throne my dear silly fox !

করিম। কি বলছ সাহেব ?

কর্ণ। No—nothing, come along !

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর প্রাসাদ প্রাঙ্গন

(রুণী বেগম, আবহুল খালেক ও মোয়াজউদ্দিন)

খালেক। তুমি রাতদিন অত কি ভাবছ মা ? আমি বলেদিলুম ইংরেজেরা এ যুদ্ধে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারবে না। শ্রীরঙ্গপত্তন কেল্লা অধিকার করবে…এমন ক্ষমতা কারুর নাই।

রুণী। আবদুল খালেক, তুমি বালক ! তুমি বুঝতে পারবে না যে কি বিরাট সেনাদল ও রণসম্ভার নিয়ে ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠা আমাদের রাজধানী অবরোধ করেছে।

খালেক। অবরোধ করেছে তো কি হয়েছে ! এই ত, কদিন ধরে লড়াই বেধেছে…দুষমণরা কত কামান দাগছে, কিন্তু আমাদের কেল্লার এক টুকরো পাথর ভাঙতে পার্লে আজ পর্য্যন্ত ?

মোয়াজ। হুঁ—তোপ দাগবে ! ওরা তোপ দাগল তো আমাদের ভারী বয়ে গেল ! ওরা যেমনই একটা তোপ দাগছে ; অমনি আমার বাবা, লালী সাহেব আর সৈয়দ গফ ফর চাচাকে নিয়ে দশটা তোপ দেগে তার পাল্টা জবাব দিচ্ছেন।

খালেক। সে আওয়াজ শুনে বুকের রক্ত নেচে ওঠে ! মহাবীর টিপু সুলতানের সন্তান আমরা…ইচ্ছা হয়, কেল্লার বুরুজের ওপর সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে পিতা পুত্রে একসঙ্গে কামান দাগি ! তোপের মুখে ইংরেজ, মারাঠা, নিজাম সব দুষমণকে ছাইএর মত উড়িয়ে দিই।

মোয়াজ। সে ভারী মজা হবে দাদা, দুষমণরা কিছু দেখতে পাবে না…খালি ধোঁয়া আর আগুণ, আগুণ আর ধোঁয়া ! চল দাদা, আজ রাত পোহালেই আমরা বুরুজের ওপর উঠে পড়ি !

রুণী। মোয়াজউদ্দিন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে ! কিন্তু তোপ দাগবে কি করে ?

খালেক। কেন ? আজ রাত্রেই লালী সাহেবের কাছে সত্যিকারের তোপ দাগা শিখে নেব ! চল মোয়াজউদ্দিন, আমরা লালী সাহেবের কাছে যাই।

[প্রস্থানোদ্যত

রুণী। আবদুল খালেক! মোয়াজউদ্দিন!

খালেক। শুভ কাজে যাচ্ছি—পেছু ডাকতে নেই মা!

মোয়াজ। আমরা লড়াইয়ে যাবো বলে তুমি একটুও ভয় কর না।

খালেক। জানো, বাবা প্রাসাদ থেকে বেরুবার সময় বাবার পোষা বাঘগুলো তাঁকে যেমন করে মাথা নুইয়ে কুর্ণিশ করে—আজকাল আমাদের দু'ভাইকেও তেমনি করে কুর্ণিশ জানাচ্ছে! রক্তলোলুপ হিংস্রবাঘ যাদের দেখলে ভয়ে মাথা নোয়ায়—উদ্ধত মানুষের মাথা নুইয়ে দিতেও তাদের বেশী দেরী লাগবে না মা।

[উভয়ের প্রস্থান

রুণী। তাই হোক ভগবান—এই দুই বালকের মুখ থেকে তুমি আজ যে অভয়বাণী শোনালে, তাই যেন সত্য হয়! সুলতানের চির উন্নত শির …সে যেন তেমনই উন্নত থাকে।

(ছদ্মবেশে করিম শাহের প্রবেশ)

করিম। তাই থাকবে বেগম সাহেবা, সুলতানের শির চির উন্নতই থাকবে।

রুণী। একি দৈববাণী!

(করিমশাহকে দেখিয়া)

কে—কে আপনি?

করিম। আমি সংসারত্যাগী ফকির।

রুণী। ফকির! আপনার মুখ! আপনার কণ্ঠস্বর—এ যেন পরিচিত! আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি…অথচ স্মরণ হয় না কোথায় দেখেছি—

করিম। আমি জানি, তুমি আমায় কোথায় দেখেছ বেগম সাহেবা।

রুণী। কোথায় ?

করিম। তুমি সুলতানের মঙ্গল কামনা কর ; আমিও তাঁরই মঙ্গল কামনায় সংসারত্যাগী ফকির···আমাদের উভয়ের চিন্তাধারা এক ! তাই আমায় দেখেছ তুমি, দিবসে, নিশীথে, নিদ্রায়, জাগরণে প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তায়, তোমার নিজেরই অজ্ঞাতে···তোমার অন্তরের মধ্যে ! তাই—তাই আমায় জ্ঞান হয় পরিচিত জন বলে।

রুণী। আপনি সুলতানের জন্য মঙ্গল কামনা করেন ?

করিম। তাঁরই মঙ্গল কামনায় হিন্দুস্থানের যত দরগাহে খোদার কাছে আর্জ্জি পেশ কচ্ছিলুম। সহসা মনে হল, সুলতান এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, তাই শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরে এলুম।

রুণী। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ! বলুন ফকির সাহেব, এ যুদ্ধে আমার স্বামী জয়লাভ করবেন তো ?

করিম। জয়লাভ তাঁর সুনিশ্চিত। কিন্তু—

রুণী। কিন্তু কি ?

করিম। তোমার স্বামীর বিজয়ের পথে একটীমাত্র বাধা রয়েছে।

রুণী। কি সে বাধা ?

করিম। বলছি, তার আগে বলতো বেগম সাহেবা, সুলতান হায়দার আলির কবরগাহ লালবাগে কি সুলতান অজস্র সেনা সমাবেশ করেছেন ?

রুণী। শুধু লালবাগ কেন ! আমি শুনেছি, সমস্ত শ্রীরঙ্গপত্তনে এমন তিল মাত্র স্থান নেই যেখানে সুলতান সেনা ও রণসম্ভার সমাবেশ করেন নি।

করিম। হুঁ—তা হ'লে স্বপ্ন আমার মিথ্যা নয় !

রুণী। কি স্বপ্ন ?

করিম। না, না স্বপ্ন নয়—বুঝি দৈববাণী। হাঁ, হায়দার আলিশাহের বিদেহী আত্মার মুখে শুনেছি দৈববাণী।

রুণী। কি শুন্‌লেন ?

করিম। হায়দার আলিশাহ সুস্পষ্টকণ্ঠে বললেন···শ্রীরঙ্গপত্তন কেল্লা আমি দুর্ভেদ্য করে নির্ম্মাণ করেছি···শত্রুর সাধ্য নাই এ কেল্লায় প্রবেশ করে। তবু নির্ব্বোধ টিপু আমার কবরগাহ লালবাগে এত সেনা সমাবেশ করেছে যে···তাদের পদচাপে কবরের তলায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমায় স্বস্তিতে ঘুমুতে দিচ্ছে না ! আমার দীর্ঘশ্বাস ওর গায়ে লাগবে—ওর মহা সর্ব্বনাশ হবে !

রুণী। ফকির সাহেব—ফকির সাহেব,—আপনি চুপ করুন—এ আমি শুনতে পারি না !

করিম। বেগম সাহেবা—

রুণী। আপনি বলুন, কি করলে মৃত সুলতানের আত্মা পরিতৃপ্ত হবে ? আমি তাই করব

করিম। তা হ'লে এই দণ্ডে লালবাগ হ'তে সেনা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর !

রুণী। বেশ, আমি সুলতানকে বলে এখনই সেই ব্যবস্থা কর্চ্ছি !

করিম। কিন্তু দেখো বেগম সাহেবা, স্বপ্ন কাহিনী আমার মুখে শুনেছ সুলতানকে তা বোলো না !

রুণী। কেন ?

করিম। কারণ সুলতান এখন বিপদে পড়ে হতবুদ্ধি। হয়তো কোন ফকিরের নাম বললে…এ কথা বিশ্বাস করবেন না। কিছুতেই লালবাগ হতে সেনা অপসারিত করতে চাইবেন না !

রুণী। তবে কি করব ?

করিম। বোলো, যে এ স্বপ্নাদেশ তুমি নিজ কর্ণে শুনেছ।

রুণী। সেকি ! স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা বলব ! না না…সে আমি পারব না !

করিম। আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী ফকির। আমি তোমায় যখন আদেশ কচ্ছি, তখন এ কথা বলতে দোষ কি বেগম সাহেবা !

রুণী। কিন্তু—তবু—

করিম। বেশ,—আমি কি করব তবে ! নিয়তি ! এ যুদ্ধে ভীষণ পরাজয়—টিপু সুলতানের নিয়তি !

[প্রস্থানোদ্যত

রুণী। না, না, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না ফকির সাহেব ! আমি আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করব, তা হ'লে সুলতানের মঙ্গল হবে তো ? যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হবেন তো ?

করিম। নিশ্চয়। টিপু সুলতান হবেন তা হ'লে চির অপরাজেয় ! যাও, তাঁকে লালবাগ হতে ফৌজ সরিয়ে নিতে বল !

[রুণী বেগমের প্রস্থান

করিম। লালবাগ ! ঐ লালবাগের কাছেই কাবেরী নদীর স্রোত পার হয়ে এ পারে আসা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। কোন রকমে সেই পথ হতে

যদি টিপু সুলতানের ফৌজ সরিয়ে আনতে পারি···তা হ'লে চোখের নিমেষে শ্রীরঙ্গপত্তন কেল্লা—সর্ব্বনাশ···লালী সাহেব!

(প্রস্থান। অপর দিক হইতে আবদুল খালেক, লালী ও মোয়াজউদ্দিনের প্রবেশ)

খালেক। চল সাহেব, ময়দানে গিয়ে আমাদের তোপ দাগতে শেখাবে।

লালী। হাঁ, হাঁ, Look here Sahajada, হামি শিখাইবে। হামি টুমাডের এমন তোপ দাগিতে শিখাইবে যে—

(হঠাৎ নেপথ্যে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিল)

Who's there ?

খালেক। কোথায়?

লালী। There

খালেক। ও তো এক ফকির···চলে যাচ্ছে—

লালী। ফকির! But—but—

মোয়াজ। কি সাহেব, বাট্ বাট্ কর্চ্ছ! এখন কি বাট্ বাট্ শুনবার সময়? এখন গুড়ুম, গুড়ুম—

লালী। Wait a bit please! Am just now coming—

[প্রস্থান

মোয়াজ। সাহেবের খালি coming—coming—প্রিং—প্রিং! বলছি···গুড়ুম, গুড়ুম,···তা নয়, কেমন প্রিং—প্রিং! দাদা,—ও দাদা,—শোন না! দেখ, ওকে দিয়ে কাজ হবে না দাদা! চল, আমরা নিজেরাই তোপ দাগিগে।

[আবদুল খালেকের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান

(অপর দিক হইতে রুণী বেগম ও টিপু সুলতানের প্রবেশ)

টিপু। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য এ স্বপ্নাদেশ! রুণীবেগম, এ স্বপ্নাদেশ কথা তুমি কি করে জানলে?

রুণী। আমি—আমি নিজের কাণে শুনেছি হজরৎ।

টিপু। স্বকর্ণে শুনেছ তুমি? স্পষ্টভাবে শুনেছ, আমার মহান্ পিতা হায়দার আলি খাঁ তোমায় বলছেন—লালবাগ হতে সেনা অপসারিত করতে?

রুণী। হ্যাঁ—

টিপু। বিচিত্র! এ অতি বিচিত্র সংঘটন।

[প্রস্থানোদ্যত

রুণী। কোথায় যাচ্ছেন প্রভু?

টিপু। লালবাগে! আমার মৃত পিতার আদেশ মত আমি লালবাগ হতে সেনাদল অপসারিত কর্ব্ব। তারপর—তারপর সেই অলৌকিক শক্তিধর পুরুষসিংহ হায়দার আলি খাঁর কবরতলে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করব; প্রার্থনা জানাবো—হে মহাযোদ্ধা, হে দুর্ম্মদ রণবীর, তোমার আশীর্ব্বাদ যেন আমায় বিজয়-বর্ম্মের মত ঘিরে থাকে। এ মহাযুদ্ধে আমার জন্মভূমির মর্য্যাদা যেন রক্ষা করতে পারি। আমি ইংরেজবিজয়ী হায়দার আলির সন্তান—এ বিপুল মর্য্যাদা আমি যেন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে না দেই।

(টিপুর প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত্ত সেইদিক পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রুণী বেগম চলিয়া যাইতেছিল। এই সময় বড় করুণ সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। রুণী বেগম অন্ধকারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গাহিতে গাহিতে সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়ার গান

চল্, ওরে চল্, চঞ্চল পায়ে চল্ মুসাফির,
থামিস্ নে আগে চল্।
এপারের বনে ফুল ঝরে গেছে
বাঁশীটি থেমেছে
আলোর কমল মেলিবে না শতদল
দিগন্তে তাই নভোনীল আঁখি
বেদনায় ছল ছল।
ওরে চল্, ওরে চল্॥

কৃষ্ণা কাবেরী নদীর দু'তীরে ঢেউগুলি ভেঙ্গে পড়ে
বুনো হাঁস আর বলাকার মালা উড়ে যায় আঁধিয়ারে,
মহীশূর মধু চন্দন বনে জ্বলে ওকি দাবানল!
নন্দনে যদি ক্রন্দন জ্বালা জুড়াবি কোথায় বল?
ওরে চল্, ওরে চল্॥

রুণী। সোফিয়া—

সোফিয়া। কে! বেগম সাহেবা! সেলাম।

রুণী। তুমি এ বিষাদের গান কেন গাইছ বালিকা?

সোফিয়া। আজ যে শুধু এই গানই গাইতে হয় বেগম সাহেবা!

রুণী। না, না, অত দুঃখের গান আমি শুনতে পারি না, আমার চোখ জলে ভরে আসে! তুমি যাও—তুমি চলে যাও।—কেন এসেছ··· এতদিন পরে কেন এসেছ তুমি আমার প্রাসাদে···এ বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে?

সোফিয়া। বেদনার দীর্ঘশ্বাস আমি কেন বয়ে আনব! সে যে তোমারই প্রাসাদ মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে! দেখছ না, চারিদিক ঘিরে কি নিবিড় আঁধার নেমে এসেছে, আঁধার রাতে আসব বলেছিলুম ...তাই তো, আমি আজ এলুম।

রুণী। আমার প্রাসাদে আঁধার রাত! একি তবে সেই কালরাত্রি!

সোফিয়া। বেগম সাহেবা, তোমার স্বামীকে তো দেখতে পাচ্ছি না! কোথায়...কোথায় তোমার স্বামী?

রুণী। তিনি লালবাগে—

সোফিয়া। লালবাগে। বড় আঁধার রাত—পথ চিনে আসতে পারবেন তো?

রুণী। সোফিয়া—সোফিয়া!

সোফিয়া। সুলতান হয়তো আসতে পারবেন, কিন্তু তোমার পুত্র দুটী কোথায় বেগম সাহেবা? তারা যে নিতান্ত বালক; অন্ধকারে পথ হারিয়ে না ফেলে! তাদের খুঁজে দেখ, তাদের বুকের ভেতর আগলে রাখো... বুকের ভেতর আড়াল করে রাখো।

[প্রস্থান

রুণী। সোফিয়া!, সোফিয়া! একি সর্ব্বনাশা ইঙ্গিত করে গেলে তুমি! মোয়াজউদ্দিন—আবদুল খালেক—মোয়াজউদ্দিন—আবদুল খালেক—

(মোয়াজউদ্দিন ও আবদুল খালেকের প্রবেশ)

উভয়ে। মা—মা—মাগো—

রুণী। আমার বুকে আয়—বুকে আয়—

খালেক। মা, কি হয়েছে মা? কাঁপছ কেন?

রুণী। বুঝি সর্ব্বনাশ করেছি,...ফকিরের কথায় বিশ্বাস করে বুঝি আমি সুলতানের সর্ব্বনাশ করেছি। ঐ লালবাগ—ঐ লালবাগ—

(টিপুর প্রবেশ)

টিপু। লালবাগ—লালবাগ! লালবাগের পথ ধরে এল অপরাজেয় টিপু সুলতানের ভীষণতম পরাজয়!

রুণী। পরাজয়!

টিপু। সেনা অপসারিত করে দিয়ে একাকী সেই কবরভূমে নতজানু হয়ে প্রার্থনা কর্চ্ছিলুম। অকস্মাৎ দেখলুম, কাবেরী নদীর জলস্রোত পার হয়ে অগণন শত্রুসৈন্য এপারে চলে আসছে! তারা কোন বাধা পেল না, একটী বন্দুকেরও আওয়াজ হ'ল না; বিনা রক্তপাতে এতক্ষণে হয়তো তারা শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রবেশ করল।

রুণী। হজরৎ—হজরৎ—

টিপু। কিন্তু কেন, কেন এমন হ'ল রুণী বেগম! আমার মহান্ পিতা তোমায় যে স্বপ্নাদেশ শোনালেন—

রুণী। হজরৎ—স্বপ্নাদেশ আমি শুনিনি!

টিপু। তুমি শোননি? তবে?

রুণী। শুনেছেন এক ফকির।

টিপু। ফকির! ফকির শুনেছে! একথা আমায় আগে বলনি কেন—আগে বলনি কেন?

রুণী। তিনি নিষেধ করেছিলেন! বলেছিলেন, তা হ'লে আপনি বিশ্বাস করবেন না!

টিপু। বিশ্বাস করব না—বিশ্বাস করব না! হায় রুণী বেগম,—হায় বুদ্ধিহীনা নারী, তোমারই মতিভ্রংশের জন্য আজ টিপু সুলতানকে এই পরাজয়ের গ্লানি সইতে হ'ল!

রুণী। হজরৎ—

টিপু। কিন্তু কোথায় সে ফকির? একবার—একবার যদি তাকে সামনে পাই—

(লালী করিম শাহকে ধরিয়া লইয়া আসিল)

লালী। Here is the Fakir Sultan! Here is your Fakir.

টিপু। একি! করিমশাহ?

লালী। হ্যাঁ—ফকির সাজিয়া কেল্লায় আসিল—হামার কেমন সণ্ডেহ লাগিল। Stealthily I followed him, ডুশ্মনকা সাঠ মিলিট হইটে যখনি কেল্লা হইটে বাহার আস্‌লো···I arrested him atonce, snatched away his beards—and lo! Where is Fakir! ফকির কোঠায়! He is our old friend Karim saha—

টিপু। ইংরেজের তোপধ্বনি! সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!

লালী। No—No sultan, হামাডের soldiers উহাডের বাঢা ডিবে। আমি যাচ্ছে, জান ডিবে, কেল্লা নিটে ডিবে না।

[প্রস্থান

টিপু। করিমশাহ! তুমি আজ আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ জানো?

করিম। জানি সুলতান, আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুর ন্যায় কার্য্য করেছি। আমায় আপনি শাস্তি দিন!

টিপু। শাস্তি—তোমার শাস্তি !

(পিস্তল তুলিলেন)

না, তোমার দেহে রয়েছে আমারই পিতৃরক্ত ! আজ যখন আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী,…মান, সম্ভ্রম, জন্মভূমির মর্য্যাদা সবই যখন আজ হারাতে বসেছি, তখন এ মুহূর্ত্তে আর পিতৃরক্ত পাত করে আমার পাপের তরণী কানায় কাণায় পরিপূর্ণ করব না !

করিম। হজরৎ—

টিপু। আমি জানি করিমশাহ, আমার প্রতি তোমার ক্রোধ, আমার ওপর তোমার আক্রোশ ; মহীশূর মসনদ লোভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তোমার অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলেছে ! বেশ, নাও ভাই, মসনদ নাও, —মসনদের সঙ্গে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে, সানন্দচিত্তে আমার পিতার সমস্ত বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, এ রাজ্যের যথাসর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটী ভিক্ষা…আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই,—তোমার কাছে করজোড়ে শুধু এই একটী প্রার্থনা কচ্ছি ; মসনদে বসতে হয় তো পুরুষ-সিংহ হায়দার আলি খাঁর পুত্ররূপে মাথা উচু করে বোসো—বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর গোলাম সেজে বোসো না—গোলাম সেজে বোসো না।

করিম। সুলতান ! মহান্ সুলতান ! আমি হায়দার আলি খাঁর পুত্র, আপনার সহোদর ভ্রাতা। তবু আমার এই দেহের ভেতর এক জাগ্রত পশু বিচরণ কর্চ্ছে। আমার ভেতরের সেই পশু, সেই শয়তান আমায় প্রলুব্ধ করেছিল স্বদেশের এ মহা সর্ব্বনাশ করতে।…সেই পশুকে যখন আপনি বধ করলেন না, তখন—তখন তাকে বধ করব আমি

নিজে। যাই, ইংরেজের সঙ্গে এই ভয়াবহ যুদ্ধে আমার জন্মভূমির পদতলে বলিদান করে আসি, সেই জাগ্রত শয়তানকে—!

[প্রস্থান

টিপু। করিমশাহ! করিমশাহ! না যাক্—প্রায়শ্চিত্ত করুক—প্রায়শ্চিত্ত করুক।

(তোপধ্বনি)

(রুণী বেগম, মোয়াজউদ্দিন ও আবদুল খালেকের প্রবেশ)

খালেক। ঐ—ঐ ইংরেজের বাদ্যধ্বনি।

(ব্যাণ্ড বাজিল)

টিপু। ইংরেজের বাদ্যধ্বনি! ইংরেজের বুঝি জয় হ'ল!

মোয়া। বাবা—বাবা—

টিপু। আয়—আয় মোয়াজউদ্দিন—আয় আবদুল খালেক, আমার কাছে আয়! ওরে, তোরা যে রাজার দুলাল হ'য়ে জন্মেছিলি—আমারই বুদ্ধির দোষে আমিই তোদের আজ ভিখারী সাজালুম।

(সৈয়দ গফ্‌ফরের প্রবেশ)

গফ্‌ফর। হজরৎ—

টিপু। কে? সৈয়দ গফ্‌ফর! কি সংবাদ! মুখ নত করে থেকো না, আজ আমি সব আঘাত সইতে প্রস্তুত। বল ভাই, কি সংবাদ? আমার লালবাগ?

গফ্‌ফর। লালবাগ দুষমণের অধিকারে!

টিপু। দুষমণের অধিকারে! আর কেন, যাও সন্ধির জন্যে দূত পাঠাও। যে সর্ত্ত চায় ইংরেজ—যাও—যাও—

[গফ্‌ফরের প্রস্থান

রুণী। হজরৎ, আপনি সন্ধি করবেন না!

টিপু। চুপ, কথা কয়ো না—নীরবে কাঁদো শুধু, সন্ধি আমায় করতেই হবে।

(ঝঁাপিয়ে লালীর প্রবেশ)

লালী। No! No! It can't be! সন্ধি হবে না।

টিপু। লালী—

লালী। হামার পাঁচশো কামান তৈরী আছে, উস্‌মে বারুদ ভর্ত্তি আছে,—একবার—কেবল—কেবল একবার হুকুম করো সুলতান, five hundred cannons will roar likes five hundred lions! পাঁচশো কামান এক সঙ্গে গর্জ্জন করুক and ডুষমণ লোক্ will be reduced to ashes,—সব ডুষমণ ছাই হইয়া যাইবে। টুমি হুকুম ডাও, হামি কামান দাগিতে যাই,—কামান দাগিতে যাই।

টিপু। না—না, কামান দাগতে পাবে না। ঐ লালবাগে আমার পিতার সমাধি, হায়দার আলি খানের কবরগাহ! শত্রু বিনাশ করতে গিয়ে আমি আমার পিতার কবরে গুলি চালাব? না—না—সে হবে না লালা; নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাক। আমি সন্ধি করব! সন্ধি—সন্ধি—

(সৈয়দ গফ্‌ফরের প্রবেশ)

গফ্‌ফর। সন্ধির সর্ত্ত বড় ভয়াবহ হজরৎ! বলতে আমার জিহ্বা জড়িত হয়ে আসে!

টিপু। তবু বল···কি চায় ইংরেজ?

গফ্‌ফর। তারা চায় প্রতিভূ স্বরূপ—

টিপু। কাকে চায়?

গফ্‌ফর। মহীশূরবাসীর জীবনানন্দ নিধি ঐ আপনার যুগল সন্তানকে।

লালী। What! Did they dare to say so!

টিপু। আমার সন্তানদের পেলে তারা আমার পিতার সমাধিভূমি পরিত্যাগ কর্ব্বে?

গফ্ফর। হ্যাঁ!

টিপু। আবদুলখালেক—মোয়াজউদ্দিন—

(উভয়কে সৈয়দ গফ্ফরের হাতে দিলেন)

যাও, নিয়ে যাও—

লালী। Sultan!

টিপু। লালী—লালী—একটী কথা নয় সৈনিক! পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাক।

রুণী। স্বামী, প্রভু! আমার পুত্র—

টিপু। চুপ্, পুত্র শুধু তোমার নয়—ওরা আমারও পুত্র! ওই দেখ অশ্রু ছল ছল চোখে ওরা শুধু তোমার পানে তাকাচ্ছে না···আমার পানেও তাকাচ্ছে।

উভয়ে। বাবা—বাবা—

টিপু। বাবা—বাবা—

আলিঙ্গন করিতে গেলেন

টিপু। না—না, সবে যা। আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব চলে যাক্··· জীবনাধিক প্রিয় সন্তান হারিয়ে—কেঁদে কেঁদে দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে যাক,—তবু···তবু আমার পিতার সমাধি অপবিত্র হবে—সে আমি সইতে পারব না। চলে যা—তোরা চলে যা।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিজামের প্রমোদ গৃহ

নিজাম ও হরিপন্থ

নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছিল।

নিজাম। আচ্ছা, আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! কি, কেমন দেখছ হরিপন্থ?

হরি। তা মন্দ কি! নিজাম বাহাদুরের প্রমোদ গৃহে দেশী বিদেশী নর্ত্তকীর যা আমদানী দেখছি…ইতিহাসে এমন আর কোথাও মিলবে না মনে হচ্ছে, যেন নারী-রাজ্যে এসে পড়েছি।

নিজাম। হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি রসিক বটে! রোসো, মজুদ মাল এখনও তো আমদানী করিনি। নূতন বড়লাট লর্ড ওয়েলেশলির ভাই স্যর্ আর্থার ওয়েলেশলি আসছেন। তিনি এলে একেবারে সুন্দরীর ঝাঁক ছেড়ে দেব।

হরি। নূতন লাট সাহেব শুনেছি লর্ড কর্ণওয়ালিশের চাইতেও কড়া মেজাজের লোক। আর তাঁর ভাই স্যর আর্থার ওয়েলেশলি তো তলোয়ার বন্দুক ছাড়া কথাই কন না। ঢালা হুকুম করে বসলেন… নিজামের প্রাসাদে মারাঠা সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। কি উদ্দেশ্যে আসছেন—কেন এ সাক্ষাৎ কামনা…তা তিনিই জানেন।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। সাহেব এসেছেন।

নিজাম। সাহেব! যা সসম্মানে নিয়ে আয়।

[প্রহরীর প্রস্থান

লাট সাহেবের ভাই এসে পড়েছেন হরিপন্থ! ওরে কে আছিস, —নর্ত্তকী—নর্ত্তকী—

(মঁশিয়ে লালীর প্রবেশ)

লালী। No dancing girl please! নাচওয়ালী কি করিবে? লাট বাহাদুরের ভাই আসিলে নিজাম বাহাদুর হরিপন্থ…হিন্দু মুস্লিম দোনো বাইকে হাটে হাট ডিয়া ইস্মাফিক নাচিটে হইবে।

(হরিপন্থের হাত ধরিয়া)

Tarala! Tarala! Tarala! Ha! Ha! Ha!

নিজাম। মঁশিয়ে লালী। তুমি অতর্কিতে এখানে?

লালী। বণ্ডুটা…বণ্ডুটা…টুমার সাঠে বণ্ডুটা করিটে আসিল!

হরি। সে কি! তুমি আমাদের পক্ষে যোগ দেবে?

লালী। Of course! হামি টোমাডের সাঠে মিলিত হইবে! হিন্দু মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান—সকল জাটী হামরা মিলিট হইবে, এক মহাসাগর তীরে…যো মহাসাগরকা golden water has got this wonderful label যাহার নাম আছে—the Scotch Whiskey (খানিকটা পান করিয়া) পার ছ…without your permission please! কি করিবে! হামার সুলতানের রাজট্তে রাঙাপানি চলে না, দো বরষ কুছু পান করি নাই! And now (বাকীটা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল) Ah!

Now we are all friends !—লাল পানি খাইলাম…এখন হামারা সব বণ্ডু হইলাম।

নিজাম। হ্যাঁ—আমরা তোমায় বন্ধুরূপে গ্রহণ কল্লু'ম সাহেব! তোমায় আমি চল্লিশ হাজার গোলন্দাজের অধ্যক্ষের পদে বরণ করতে প্রস্তুত আছি।

লালী। নোক্‌রী। হাঃ হাঃ হাঃ, বণ্ডু কি বণ্ডুর নোক্‌রী করে? বণ্ডু বণ্ডুর সাঠে মড্ খায়…মৌজ করে। তোমরা হামার মডের বণ্ডু আছে। নোকরী তো হামি কর্ চ্ছে সুলতানের?

হরি। সুলতানের নোকরী কেন করবে?

লালী। Because সুলতান হামাকে মড্ খাইটে ডেয় না—টাই টাহার নোকরী করিবে। Because হামি সুলতানের নিমক খাইয়াছে—টাই নোকরী করিবে।

নিজাম। কিন্তু সে তোমাদের জাতির মহাশত্রু—

লালী। শট্রু?

নিজাম। হ্যাঁ, তুমি কি জাননা সাহেব, টিপু সুলতান মালাবারের ত্রিশ হাজার ক্রিশ্চিয়ানকে শ্রীরঙ্গপত্তনে এনে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে।

লালী। ঠিক করিয়াছে—well—portuguese missionaries of Malabar, ত্রিশ হাজার মুসলমানকে জোর জবরদস্তি করিয়া ক্রিশ্চিয়ান করিয়াছিল, সুলটান উহাদের আবার ইসলাম ধর্ম্মে ভজনা করিয়াছেন। It is tit for tat। পর্টুগীজ মিশনারী যেমন জবরদস্তী করিয়া অন্যায় করিল, সুলটান সেই অন্যায়ের উচিত জবাব ডিলেন। ইহাটে অন্যায় কোঠায় আছে?

হরি। ন্যায় অন্যায়ের বিচার-কর্ত্তা আজ আর তুমি আমি নই মঁশিয়ে লালী! আজ বিচারদণ্ড হাতে নিয়ে বসেছে শক্তিমান ইংরেজ।

নিজাম। সেই ইংরেজের সঙ্গে কলহ করে তোমার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মনিব টিপু সুলতানও আজ হতবল। ইংরেজের হাতে নিজের দুই পুত্রকে সমর্পণ করে তবে তাঁকে সন্ধি ভিক্ষা কর্ত্তে হল!

লালী। হ্যাঁ হ্যাঁ…আচ্ছা ডেকো,—হামি শুনিল, those two princes…শাজাদা আবদুল খালেক আউর মোয়াজউদ্দিন এখন টোমার palace এ আছে!

নিজাম। হ্যাঁ।

লালী। একবার উহাডের আমি ডেখিটে পারে। Ah! What a long time! কটো ডিন উহাডের ডেখি নাই! উহাদের ডেখিটে সুলতানের permission না লইয়া হামি টুমার এখানে লুকাইয়া আসিল। Please, একবার উহাডের হামাকে ডেখিটে ডাও নিজাম বাহাদুর।

নিজাম। দেখা করাতে পারি, কিন্তু কথা দাও…তুমি আমার অধীনে চাকুরী গ্রহণ কর্ব্বে?

লালী। নোকরী! টুমার নোকরী! আরে…যো আডমী নিজে নোকর আছে উহার কাছে কি নোকরী করিবে?

নিজাম। আমি নোকর

লালী। হাঁ, হাঁ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যো আদমী মনসনডে বসিয়া সেলাম করে সো বি নোকর আছে। আপনাকে ও বাদশা বলে, রাজা বলে, নিজাম বলে, নবাব বলে…লেকিন সারা দুনিয়া জানে ও নবাব বাহাদুর না আছে…ও আছে গোলাম বাহাদুর।

নিজাম। উদ্ধত ফিরিঙ্গি! তোমার এতদূর সাহস! তোমার এ উদ্ধতের জন্যে তোমায় আমি কি শাস্তি দিতে পারি জানো?

লালী। শাষ্টি!—Phoo! টুমি হামাকে কুছু শাষ্টি ডিতে পারে না।

নিজাম। শাস্তি দিতে পারি না?

লালী। No! Look here নিজাম বাহাদুর, you know, টুমার ওপরওয়ালা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চামড়া শাডা আছে! দেখো, হামার চামড়া ভি শাডা আছে! Look! Look! হামি জানে, শাডা চামড়া ডেখিলে টুমি লোক শাষ্টি ডিটে পারে না, টুমি লোক পারে কেবল মাথা নীচু করিয়া সেলাম করিতে। হামি সেলাম করিটে ঠিক জানছে না— Well নিজামবাহাদুর You Marhatta general, টুমি লোক আপনি ডেখাও, কিস মাফিক টুমি সেলাম করে।

নিজাম। ওঃ সেলাম করতে জানো না! আচ্ছা! দেখাচ্ছি তোমায় কি করে সেলাম করে! কৈ হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

একে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিয়ে যা—

লালী। Wait you wretch!

(প্রহরী থমকিয়া দাঁড়াইল)

নিজামবাহাদুর হামি তোমাদের সাথে মড খাইল, বন্ধুটা করিল… টাই শাডা মনে শাডা কঠা বলিল! টুমি হামাকে সেলাম ডেখাইবে না? Look there! Who comes there! তোমার মুনিব বাহাডুর আসিতেছে; এখন টো হামি টোমাদের সেলাম ডেখিয়া লইবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

নিজাম। কে ? কে আসছে—স্যর আর্থার ওয়েলেস্লী !

(ওয়েলেস্লির প্রবেশ)

ওয়ে। Good evening my friends !

নিজাম ও হরিপন্থ } আসুন...আসুন মহামান্য স্যার আর্থার ওয়েলেস্লি !

(উভয়ে ওয়েলেস্লিকে সেলাম করিল ; লালী হাসিয়া ফেলিল। ওয়েলেস্লি তাহার দিকে চাহিলেন)

ওয়ে। Who is he ?

হরি। মঁশিয়ে লালী।

ওয়ে। Oh ! You are that brave general of Tipu Sultan !

লালী। Yes, General !

ওয়ে। Very glad to see you my friend ! (করমর্দ্দন) মঁশিয়ে লালী, টুমার ডেখা পাইলাম, সুটরাং কিছু কঠা বলিবে। নিজাম-বাহাদুর আউর হরিপন্থের উহা শুনা ডরকার, টাই কঠা উহাডের স্বদেশী ভাষায় চলিবে। কেমন, মঁশিয়ে লালী

লালী। All right, I mean, উট্টম প্রস্তাব, উহাই হইবে।

নিজাম। আপনি দাঁড়িয়ে কেন—আসন গ্রহণ করুণ !

ওয়ে। Don't worry নিজামবাহাদুর। মঁশিয়ে লালী, টুমার প্রভু টিপু সুলটানের নিকট Subsidiary Alliance অর্টাট বশ্যতামূলক মণ্ডুটার চুক্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম।

লালী। Snbsidiary Alliace !

নিজাম। বশ্যতামূলক বন্ধুতা !

ওয়ে। হাঁ, উহার অর্ঠ—টিপু সুলটানকে নামে মাত্র হামাডের অধীন হইটে হইবে ; আর হামি লোক সকল শত্রু হইটে···সকল আপড বিপড হইটে টাহাকে রক্ষা করিবে।

নিজাম। এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব !

ওয়ে। হাঁ, বহুট উট্টম প্রস্তাব আছে। টিপু সুলটান এখনও জবাব ডিচ্ছে না কেন মঁশিয়ে লালী ?

লালী। Because সুলটান এরূপ প্রস্তাবের জবাব মুখে বলিটে ঘৃণা বোড করেন, টাই যখন জবাব ডিবার দরকার হইবে, টাঁহার গোলা বারুড ইহার উপযুক্ত জবাব ডিবে !

ওয়ে। I see—I see ! এই নিমিট্ট বোধ হয় মরিসাস্ দ্বীপে সুলটান দূত পাঠাইল ?

লালী। Yes, not only in মরিসাস্ ! আফগানিস্থানের King জামানশাহের নিকট হামাডের messenger গিয়াছে।

ওয়ে। And even I know, হামি জানে, এমন কি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নিকট টিপু সুলটান দূত পাঠাইলেন ! ইহার অর্ট কি ?

লালী। অর্ট সহজ আছে। এবার শেষ লড়াই হোবে। হিন্দুস্থান হইটে হয় টিপু সুলটান···না হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবার খটম হইয়া যাইবে।

ওয়ে। Then let there be war ! এই শেষ লড়াই হোক্। The Tiger of Mysore—or the British Lion—one will

survive and the other must die, মহীশূরকা শের আউর বৃটীশ সিংহ ভারতবর্ষে ইহার এক ঠাকিবে, আউর—এক যাইবে। নিজামবাহাদুর—

নিজাম। বলুন স্যর্ আর্থার ওয়েলেশলি—

ওয়ে। Prince Abdul Khalek and Moazuddin! Please—

নিজাম। কৈ হ্যায়, শাহজাদা আবদুল খালেক ও মোয়াজউদ্দীন।

(নিজামের ইঙ্গিতে প্রহরী তাহাদের লইয়া আসিলেন)

খালেক। আমাদের আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ প্রহরী! এরা কারা? একি! মঁশিয়ে লালী! তুমি এখানে?

ওয়ে। Come here···come here please, my little friends!

(উভয়ে ওয়েলেসলির নিকটে গেল)

শাহজাদা, মঁশিয়ে লালী টোমাডের পিতার নিকটে টোমাডের লইতে আসিয়াছে। তুমি যাবে?

মোয়া। কেমন করে যাবো, আমরা তো বন্দী—

ওয়ে। No my little friends! আজ হইটে টোমরা মুক্ত—মুক্ত—

(লালীর হাতে তাহাদের আনিয়া দিলেন)

লালী। Sir Arthur Wellesly! Are you making gokes!

ওয়ে। No মঁশিয়ে! টিপু সুলতান যথন কিছুতেই অধীনটা স্বীকার করিবে না, উহার সঙ্গে হামাডের যথন শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তথন অনর্টক এই ডুই শিশুকে আটক রাথিয়া কি হইবে? গভর্ণর জেনারেলকো হুকুম অনুসারে শাজাদা আবডুল থালেক আউর মোয়াজউদ্দিন সম্পূর্ণ মর্য্যাদার সঙ্গে মুক্তি পাইলেন।

খালেক। সাহেব!

ওয়ে। Wish you good luck young friends! Good bye, good bye! মঁশিয়ে লালী very soon we shall meet again! Is not it?

লালী। That's right, that's right General! In the Fourth Mysore War! You under the British flag and myself under the flag of Fathe Ali Tipu Sultan!

[আবদুল খালেক ও মোয়াজউদ্দিনকে লইয়া প্রস্থান

ওয়ে। নিজাম বাহাদুর!

নিজাম। স্যর আর্থার ওয়েলেস্‌লী!

ওয়ে। নিজাম বাহাডুরকে যেন বহুত চিন্তাযুক্ত দেখাচ্ছে!

নিজাম। ভাবছি, যে টিপু সুলতান আপনাদের অপমান করেছে ...তার পুত্রদের আপনারা মুক্তি দিলেন!

ওয়ে। অপমান?

নিজাম। অপমান নয়? আপনাদের বশ্যতামূলক বন্ধুতার চুক্তি সে গ্রহণ কর্ল না! সদম্ভে যুদ্ধ আয়োজন সুরু করল!

ওয়ে। ডেখেন—টিপু সুলতান বহুট haughty...বহুট গোঁয়াড় আডমী আছে, ও তো হামাডের শট্রু আছে। শট্রু যদি Subsidiary Alliance...I mean বশ্যতামূলক বণ্ডুতা স্বীকার না করিল, উহাটে হামাডের কি অপমান আছে? যাহারা হামাডের বণ্ডু লোক আছে, টিপুর সঙ্গে সকল যুদ্ধে যাহারা সর্ব্বডা হামাডের সাহায্য করিয়াছে...টাহারা

এই চুক্তি স্বাক্ষর না করিলে তাহাটে হামাডের অবশ্য অপমান আছে বলিটে পারেন। কেমন কিনা? আপনারা বলুন?

নিজাম। তা—তা বটে।

ওয়ে। উট্টম! নিজামবাহাডুর India মে এখন হামাডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বণ্ডু আছেন। টাই গভর্ণর জেনারেলকা ইচ্ছা, নিজামবাহাডুর হামাডের অধীনতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রথম চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবেন।

নিজাম। আমি আপনাদের অধীনতা স্বীকার করব?

ওয়ে। ডোষ কি আছে? In practice…I mean প্রকৃট কাজে তো এক টিপু সুলতান ছাড়া আপনারা সকলেই হামাডের অধীন ভক্ট আছেন…এখন কেবল সেই কথা মুখে স্বীকার করিবেন।

নিজাম। হরিপন্থ!

ওয়ে। হরিপন্থ কি বলিবে? মারাঠা, রাজপুত, শিখ one by one আপনাদের সকল বণ্ডুকেই এই চুক্তি পত্রে শিলমোহর ডিটে হইবে। নিন্ নিজাম বাহাডুর, পহেলা দস্তখত করুন।

নিজাম। কিন্তু—

ওয়ে। Ah! I can't wait any more Nizam Ali Khan! টিপু সুলতান এরূপ চুক্তিপত্রে দস্তখত করিটে ঘৃণা বোড করিতে পারে, কিন্তু আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির এই মহঠ্ সম্মানে গৌরব বোড করা উচিট।

নিজাম। আমায় একটু ভাববার অবকাশ—

ওয়ে। Not a minute more! বলুন, দস্তখত না করবেন টো হামি চলিয়া যাচ্ছে—

নিজাম। না, না, স্যর আর্থার ওয়েলেস্‌লি, অধীনতার চুক্তিপত্র দাও—

দেশের কাছে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, অধীনতার চুক্তিপত্রে প্রথম দস্তখত করে—সে মহাপাপ সম্পূর্ণ করি। কৈ হ্যায়, কলমদান···

(প্রহরীর শিলমোহর ও কলমদান সহ প্রবেশ)

ওয়ে। Thank you Nizam Bahadur !···And now the Marhattas ! General হরিপন্থ, আপনাডের পট্রু কে স্বাক্ষর করিবে। আপনি ?

হরি। না, আমি নই—

ওয়ে। টবে কে করিবে ?

হরি। কে করবে জানি না—তবে একথা নিশ্চিত জেনো স্যর আর্থার ওয়েলেশলি, মহারাষ্ট্রের আজ সর্ব্ব বিষয়ে যত অধঃপতনই হোক না কেন··· নিজাম বাহাদুরের মত আমরা অত তাড়াতাড়ি গোলামির চুক্তিপত্রে দস্তখত করিতে শিখিনি।

ওয়ে। উট্টম. দেখা যাক। হাপনারা না হয় একটু ধীরে ধীরেই শিখিয়া লইবেন। নিজাম বাহাদুরের মাথা বহুট সাফ্ আছে···তাই চট্‌পট্ শিখিয়াছেন ; হাপনাডের বুড্ডি একটু মোটা আছে।

হরি। সাহেব !

ওয়ে। ক্রুদ্ধ হইবেন না। হাপনাডের সকলকেই পানি খাইটে হইবে ·টবে ডু' একজন একটু ঘোলা করিয়া খাইবেন। হাঃ হাঃ হাঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুণায় পেশোয়ার প্রাসাদ

নানাফাড়নাবীশ, কৃষ্ণাবাঈ, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা এবং অন্যান্য সর্দ্দারগণ

নানা। শুভ সংবাদ! বড় শুভ সংবাদ শোনাতে আপনাদের ডেকেছি। ইংরেজের সঙ্গে এবার সকল বিবাদের অবসান!

সিন্ধিয়া। তাই নাকি? পেশোয়াব সঙ্গে ইংরেজের আর কোন বিবাদ ঘটবে না?

নানা। শুধু পেশোয়া নন, আপনাদের সকলের সঙ্গেই ভাবী কালে ইংরেজ কোম্পানীর সমস্ত বাদ বিসম্বাদের চির অবসান হয়ে যাবে…যদি—

সিন্ধিয়া। যদি?

নানা। আপনারা ইংরেজ কোম্পানীর ভয়ে তটস্থ হয়ে তাদের যে প্রভুত্ব মনে মনে মেনে নিয়েছেন…তা ছাড়াও তাদের নবরচিত চুক্তিপত্রে আপনাদের সবাইকে এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করতে হবে যে—আজ হতে আমরা আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলুম, আমাদের পিতৃ পিতামহের স্থাপিত সিংহাসনে বসে আমরা বিদেশী বনিক কোম্পানীর মর্জ্জি মাফিক …তাদের হুকুম অনুযায়ী রাজাগিরির খেলা খেলব—তা হলেই হবে ইংরেজের সঙ্গে সমস্ত কলহের চির-অবসান।

কৃষ্ণা। আপনি একি বলছেন নানাফাড়নাবীশ? চুক্তিপত্র—

নানা। এইমাত্র হরিপন্থ হায়দ্রাবাদ হতে ফিরে এল…সে স্বচক্ষে দেখেছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণরের সেই নব রচিত চুক্তিপত্র।

সিন্ধিয়া। হরিপন্থ স্বচক্ষে দেখেছে!…এই মর্ম্মে তারা চুক্তিপত্র রচনা করেছে?

নানা। শুধু রচনা নয় সিন্ধিয়া মহারাজ, চুক্তিপত্রে ইতিমধ্যে স্বাক্ষর পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা। স্বাক্ষর হয়ে গেছে! কে স্বাক্ষর করলে?

নানা। ইংরেজের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত ভক্ত হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর।

কৃষ্ণা। নিজাম আলি খাঁ। এখন হ'তে তা হলে হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গেল?

সিন্ধিয়া। নিজাম আলি খাঁ ব্যতীত আর কে কে স্বাক্ষর করেছে নানাফাড়নাবীশ?

নানা। এখনও আর কেউ করেনি, তবে ইংরেজ কোম্পানীর তরফ হতে পৃথক প্রস্তাব গিয়েছিল মহীশূরে টিপু সুলতানের কাছে।

কৃষ্ণা। টিপু সুলতান কি জবাব দিয়েছেন?

নানা। টিপু সুলতান ইংরেজের প্রেরিত চুক্তিপত্র ও তরবারি…এ উভয়ের মধ্যে তরবারি গ্রহণ করে উন্নত শিরে উত্তর দিয়েছেন, ইংরেজের ইঙ্গিতে চালিত মেষের মত দুইশত বৎসর বাঁচা অপেক্ষা—আমি ব্যাঘ্রের মত মাত্র দু'দিন বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি। সুলতানের এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভৈরব নিনাদে রণ দামামা বেজে উঠেছে মহীশূরের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে! জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার এই প্রচেষ্টায় টিপু সুলতান ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করেছেন; মহীশূরের প্রতি মন্দিরে, প্রতি মসজিদে হিন্দু মুসলমানের সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা উঠছে—টিপু সুলতানের বিজয় কামনা করে!

সিন্ধি। নানাফাড়নাবীশ!

নানা। এ যুদ্ধ আজ শুধু টিপু সুলতানের সঙ্গে নয়; আপনাদের প্রত্যেককে, ভারতের প্রতিটী স্বাধীন নরপতিকে…হয় ওই অধীনতার চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করতে হবে, না হয় ইংরেজের সঙ্গে আপনাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য। এখন বলুন সিন্ধিয়া, বলুন ভোঁসলা রাজা, বলুন সর্দ্দারগণ, আপনারা কি চান? ইংরেজের অধীনতা কিম্বা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম?

সিন্ধি। ছত্রপতি শিবাজীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এই মারাঠা জাতি স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে প্রাণ বলি দেবে, নানাফাড়নাবীশ! জীবনপণ—আমরা কেউ সেই ঘৃণিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করব না!

সকলে। কেউ নয়, আমরা কেউ স্বাক্ষর করব না।

নানা। এই তা হ'লে আপনাদের অটুট সঙ্কল্প?

সিন্ধি। নিশ্চয়! স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য যে মুহূর্ত্তে প্রয়োজন হবে—আমরা ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব।

নানা। সে প্রয়োজন যদি এই মুহূর্ত্তে আগত হয়?

সিন্ধি। এই মুহূর্ত্তে!

নানা। হ্যাঁ, এই মুহূর্ত্তে! ওয়েলেস্‌লি সাহেব সদম্ভে উক্তি করেছেন—আপনাদের প্রত্যেককেই তাদের দেওয়া জল পান করতে হবে, পান করবার আগে হয়তো সেই জল কেউ কেউ ঘোলাটে করে নেবেন, তবু শেষ পর্য্যন্ত পান করতে হবেই। ইংরেজ সেনাপতির এই আস্ফালন…এ ইতেও বুঝতে পাচ্ছেন না সিন্ধিয়া, যে অধীনতা গ্রহণের আমন্ত্রণ আজ সমগ্র মহারাষ্ট্রের দ্বারদেশে!

সিন্ধিয়া। আপনাকে তো বলেছি নানাফাড়নাবীশ, ইংরেজের আমন্ত্রণের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত।

নানা। সত্যিই যদি প্রস্তুত আপনারা, সত্যিই যদি সঙ্কল্প ক'রে থাকেন, স্বদেশের স্বাধীনতা জীবন পাতেও অক্ষুণ্ণ রাখবো···তা হ'লে আসুন সকলে···পেশোয়া, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, মহারাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি সম্মিলিত ক'রে—আমরা মহীশূরপতি টিপু সুলতানের সঙ্গে একযোগে আক্রমণ করি, বেনিয়া কোম্পানীর সিপাহী ও নিজামশাহী ফৌজকে! তাদের চিরতরে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে···রক্ষা করি ভারতের স্বাধীনতা··· রক্ষা করি আমাদের জাতীয় গৌরব।

সিন্ধি। জাতীয় গৌরব রক্ষা করতে মহারাষ্ট্রের শক্তি সম্পূর্ণ সক্ষম; তার জন্যে টিপু সুলতানের সঙ্গে আমরা যোগদান করব কেন?

নানা। কারণ আমাদের উভয় শক্তির একই লক্ষ্য···একই সাধনা। মহীশূর শক্তিকে আমরা সাহায্য করতে চাই, কারণ টিপু সুলতান আজ ভারতের মুক্তিসাধনায় আমাদের জাতীয় নেতা।

ভোঁসলা। টিপু সুলতানকে আমাদের জাতীয় নেতা স্বীকার করি না।

সিন্ধি। টিপু আমাদের জাতীয় শত্রু—

কৃষ্ণা। ভোঁসলা রাজা, সিন্ধিয়া মহারাজ—

সিন্ধি। হ্যাঁ, পেশোয়া জননী, টিপু সুলতান আজ মহারাষ্ট্রের আতঙ্ক; তার বিপুল বাহিনী—অফুরন্ত রণ-সম্ভার!

ভোঁসলা। টিপু যদি আজ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়, তা হ'লে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী হতে আমরা মুক্তি পাব।

নানা। তা হ'লে—তা হ'লে টিপুর মৃত্যুই আপনারা কামনা করেন?

টিপু সুলতানের পতন হ'লে এ দেশের অবস্থা কি হবে বুঝতে পাচ্ছেন আপনারা ? হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিরাট এই ভূভাগের একমুঠো ধুলোও আর আপনাদের আঁকড়ে ধরবার অধিকার থাকবে না ! স্বদেশের ধূলি মুঠি হাতে তুলে নিতে হ'লে···স্মরণ রাখবেন, তার আগে মাথা নত ক'রে প্রভু বলে অভিবাদন করতে হবে ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানীকে।

কৃষ্ণা। সিন্ধিয়া ! ভোঁসলা ! আপনাদের সকলের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আজ যুদ্ধে বিরত থেকে আপনারা দেশের এ সর্ব্বনাশ হতে দেবেন না।

সিন্ধি। না—না পেশোয়া-জননী, আমরা টিপুর আধিপত্য স্বীকার করতে পারব না—কিছুতেই না !

কৃষ্ণা। সিন্ধিয়া—সিন্ধিয়া—

ভোঁসলা। শুধু সিন্ধিয়া নন্—আমরা কেউ টিপুর প্রভুত্ব মানতে রাজী নই। এবং পেশোয়াও যাতে তাকে এতটুকু সাহায্য না করতে পারেন···সেজন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব।

(পেশোয়ার প্রবেশ)

পেশো। পেশোয়াকে আপনারা কিসে বাধা দেবেন ভোঁসলা রাজা ?

ভোঁসলা। মহামান্য পেশোয়া—! (সকলের অভিবাদন) টিপু সুলতানের সঙ্গে—

পেশো। টিপু সুলতানের সঙ্গে আমায় যোগ দিতে দেবেন না ? তা হ'লে আমি ইংরেজের প্রভুত্ব মেনে নিই···এই আপনারা চান্ ?

সিন্ধি। না, ইংরেজ যদি পেশোয়াকে আক্রমণ করে, আমরা পেশোয়ার মর্য্যাদা রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমাদের বাহুবল—

পেশো। আপনাদের বাহুবলের পরীক্ষা দিন গে আপনারা...নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে আপনাদের নিরীহ প্রজাদের ওপর। শক্তির আস্ফালন করুন গে, প্রমোদগৃহে আপনাদের হীন চাটুকরদের কাছে। আপনাদের সাহায্যে যদি পেশোয়ার মর্য্যাদা রক্ষা করতে হয়, তা হ'লে তার আগে সে মর্য্যাদা যেন চুরমার হ'য়ে ধূলোর সাথে মিশে যায়।

সিন্ধি। পেশোয়া—পেশোয়া—

পেশো। টিপু সুলতানের সঙ্গে যোগ দিলে আপনাদের অপমান হবে?...নিজের দেশকে যারা রক্ষা করতে পারে না—তাদের বলি অমানুষ। আর আমি হিন্দু, টিপু মুসলমান...এই ভেদ জ্ঞান করে...দেশকে রক্ষা করবার একমাত্র সুযোগ যারা পরিত্যাগ করে—তারা শুধু অমানুষ নয়, তারা বর্ব্বর, শয়তান। আপনাদের মনোবৃত্তি আর পশুর মনোবৃত্তি এর মাঝে কোন তফাৎ নেই!

সকলে। সাবধান—সাবধান পেশোয়া—

পেশো। পেশোয়াকে সাবধান করবার আগে নিজেরা সাবধান হও মূর্খ রাজা! বিদেশী ইংরেজ আমাদের শত্রু...আর তোমরা আমাদের ঘরভেদী শত্রু! তোমাদের আমি শৃঙ্খলিত করে রাখব! প্রহরী—

কৃষ্ণা। পেশোয়া—পেশোয়া—

নানা। পেশোয়া! পেশোয়া; এঁরা যে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি! এঁদের এত বড় অসম্মান—

পেশো। অতিথি—ওঃ—অতিথি! না? নানাফাড়নাবীশ, তোমার

মহান্ মন্ত্রে উজ্জীবিত পেশোয়া অতিথির অসম্মান করবে না! যান্—আপনারা মুক্ত।

[মহারাষ্ট্র-নায়কগণের প্রস্থান

কৃষ্ণা। নানাফাড়নাবীশ, মনে হচ্ছে পেশোয়াকে মহারাষ্ট্রের শক্তিমান নায়কমণ্ডলী বুঝি আজ চিরতরে বর্জ্জন করে গেলেন! সত্যিই যদি ইংরেজ এ রাজ্য আক্রমণ করে পেশোয়া এদের কারু সাহায্য পাবে না!

পেশো। ভয় করোনা মা ইংরেজ আমার রাজ্য আক্রমণ করবে না; তার আগে তাদের আক্রমণ করব আমরা।

কৃষ্ণা। আমরা!

পেশো। হ্যাঁ, টিপু সুলতানের সঙ্গে মিলিত হয়ে।

নানা। টিপু সুলতানের সঙ্গে মিলিত হবে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পেশোয়া, সেনাপতি হরিপন্থ ঐ অপমানিত মারাঠা নায়কগণের সঙ্গে সম্মিলিত হবে ' সে এ যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করবে না।

পেশো। তার জন্য আশঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই নানাফাড়নাবীশ! দূরে সরে দাঁড়াক্ হরিপন্থ, পরশুরাম ভাও···আমাদের বর্জ্জন করে চলে যাক্ সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ···তবু চিন্তা করো না নানাফাড়নাবীশ, চিন্তা করো না পেশোয়া-জননী! ভারতের মুক্তি সংগ্রামে টিপু সুলতানের পার্শ্বে মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়াবে—পেশোয়া বাজীরাও-এর বংশধর এই বালক সেনানী।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীরঙ্গপত্তন তোরণ-দ্বার

টিপু ও রুণী বেগম

টিপু। সৈয়দ গফ্‌ফর নেই, বোরহানুদ্দীন নেই—একটু আগে বিপক্ষের গুলির আঘাতে লালীও ধরাশায়ী হল! তবু—তবু টিপু সুলতান এখনও বেঁচে রয়েছে; কোন ভয় করোনা রুণী বেগম।

রুণী। প্রভু, শুনেছি আজ প্রভাতে সে আবার এসেছিল?

টিপু। কে?

রুণী। সেই মায়াবিনী জ্যোতিষী বালিকা!

টিপু। ওঃ। সোফিয়া! হ্যাঁ—

রুণী। সে নাকি বলেছে—আজ যুদ্ধের ফল আমাদের পক্ষে অশুভ?

টিপু। কে বল্‌লে! এ কথা তোমায় কে বল্‌লে?

রুণী। দুঃসংবাদ—হাওয়ার আগে চলে প্রভু, তাকে শত চেষ্টা করেও কেউ নিরুদ্ধ রাখতে পারে না। কেল্লার সকলের মুখে ওই এক কথা; সকলের মনে ওই এক আতঙ্ক!

টিপু। না—না, আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই রুণী বেগম! আমি দুর্দৈব নাশের জন্য হিন্দুর মন্দিরে পূজা উপচার প্রেরণ করেছি, প্রতি মসজিদে দিনরাত্রিব্যাপী প্রার্থনার আয়োজন করেছি···মহীশূর রাজ-ভাণ্ডারের দ্বার দীন দুঃখী অন্ধ আতুরের জন্য মুক্ত করে দিয়েছি; অশুভ চিন্তায় কাতর হয়ো না। যাও—নির্জ্জনে বসে স্বামীর বিজয় কামনায়

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর গে। আমি যাই, দুর্গের সিংহদ্বারে, কমরুদ্দীন খানের পার্শ্বদেশে—

রুণী। প্রভু, হজরৎ! একান্তই আবার যদি যুদ্ধে যাবেন হজরৎ, দাসীর শেষ মিনতিটুকু রক্ষা করে যান্।

টিপু। কি চাও, বল—

রুণী। সারাদিন আপনি অস্নাত—অভুক্ত অবস্থায় থেকে সৈনা পরিচালনা করেছেন, এ অবস্থায় আমি আপনাকে এমন করে বিদায় দিতে পারব না প্রভু! দয়া করে একটীবার প্রাসাদে আসুন…সমস্ত আহার্য্য প্রস্তুত রয়েছে—

টিপু। রুণী বেগম, আর প্রাসাদে নয়—

রুণী। প্রভু, হজরৎ—

টিপু। বেশ, আহার্য্য এখানেই নিয়ে এস; তোমার তৃপ্তির জন্যে আমি এখান হতেই তা গ্রহণ করে যাব। যাও—

[রুণীর প্রস্থান

টিপু। টিপু সুলতানের আহার! টিপু সুলতানের বিশ্রাম!

(নেপথ্যে কোলাহল ও তোপধ্বনি)

একি! অকস্মাৎ দুর্গ প্রাচীর নিম্নে এ তুমুল কোলাহল কেন? শত্রুপক্ষ কি দুর্গ প্রাকার ভেঙ্গে দিল? কি হ'ল ওখানে—কি হ'ল?

[প্রস্থান

(তুহব্বরজঙ্গ ও জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

সেনানী। সেনাপতি, চলুন আমারা প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করি।

তুহব্বর। চুপ, এখন নয়। দুর্গ প্রাচীরের সামান্য অংশ এই মাত্র

ভগ্ন করেছি, আমরা অতি সামান্য সংখ্যক যোদ্ধা সেই পথে প্রবেশ করেছি। কমরুদ্দীন খাঁ প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। ইংরেজ সৈন্য ও আমাদের নিজামশাহী ফৌজ যদি তাকে অতিক্রম করে এখানে আসতে না পারে, তাহ'লে এখন প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ কল্লে আমাদের বন্দী হতে হবে টিপু সুলতানের হাতে।

সেনানী। সেনাপতি—

তুহ। গুপ্তভাবে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ দুর্গ প্রাচীরের আর এক বিরাট অংশ ভেঙ্গে ফেলে আমাদের আরও অধিক সংখ্যক ফৌজ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ না করে…ততক্ষণ গুপ্তভাবে অপেক্ষা কর।

সৈন্য। দেখুন—কারা আসছে!—

তুহ। শোভান আল্লা! টিপু সুলতানের দুটী বালক পুত্র। অন্য সকলের আগে আমরাই যদি ওদের বন্দী করতে পারি প্রচুর পুরস্কার মিলবে! সরে এসো…সরে এসো।

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থান)

(শাজাদা আবদুল খালেক ও মোয়াজউদ্দীনের প্রবেশ)

খালেক। কৈ, সুলতান তো এখানে নেই!

মোয়া। কিন্তু মা বললেন, তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে খাব। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে দাদা, কখন খাব আমরা?

খালেক। ছিঃ কেঁদো না মোয়াজউদ্দীন, পিতা এলেই আমরা সবাই মিলে খেতে বস্‌বো। এসো, তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসি।

(তুহব্বরজঙ্গের প্রবেশ)

তুহ। শাজাদা, আমার সঙ্গে এসো তোমরা, তোমাদের খানা প্রস্তুত—

খালেক। কে তুমি ?

তুহ। আমি—

মোয়াজ। চেহারা ও কথাবার্ত্তার ধরণ দেখেও বুঝতে পার্চ্ছনা দাদা ? ও নিশ্চয় আমাদের খানসামা...না হয় বাবুর্চ্চি। এই বান্দা, তোর নাম কি ?

তুহ। আমি তোমাদের বান্দা নই হতভাগ্য শাহজাদা ! আমি নিজামশাহী ফৌজের অধিনায়ক তুহব্বরজঙ্গ।

মোয়াজ। হুঁ—ইয়ার্কি হচ্ছে ! তুমি কত বড় মাতব্বরজঙ্গ তা এখনি দেখে নিচ্ছি। দাদা, উল্লুকটা যেমন চাল দিচ্ছে, ওকে লাগাও তো আচ্ছা ক'রে দশ কোড়া।

তুহ। চুপ কর বালক ! তুমি শাজাদা আবছুল খালেক ?

খালেক। হ্যাঁ—

তুহ। আর এ ?

খালেক। আমার ছোট ভাই, শাজাদা মোয়াজউদ্দীন। কিন্তু আমাদের পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন ? কি করে তুমি আমাদের কেল্লায় প্রবেশ করলে ?

তুহ। এসেছি ভগ্ন দ্বার পথে ; আমার পশ্চাতে আসছে ইংরেজ ও নিজামশাহী ফৌজ কেল্লা দখল করতে—তোমাদের বন্দী করতে।

খালেক। আমাদের বন্দী করবে ?

তুহ। শোন, ভয় নেই ! গভর্ণর সাহেব বলেছেন, তোমাদের তিনি বাংলাদেশে কলকাতার সহরতলী টালীগঞ্জে প্রেরণ করবেন। মাসিক বৃত্তি পাবে,...তোমরা হবে টালিগঞ্জের নবাব।

খালেক। ইংরেজের বৃত্তি—!

তুহ। হ্যাঁ—বৃত্তি পাবে—বহুত আরামে থাকবে! এস শাজাদা, আমার সঙ্গে—

খালেক। কিন্তু আমাদের নিয়ে গিয়ে তোমার কি লাভ?

তুহ। তোমাদের ধরিয়ে দিলে ইংরেজ সরকারের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাবো।

খালেক। আমার পিতা টিপু সুলতান এখনো জীবিত! তাঁর পুত্রদের ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে চাও! এ ঔদ্ধত্যের জন্যে টিপু সুলতানের কাছে পুরস্কার কামনা কর না বেইমান?

তুহ। টিপু সুলতান আমাকে পুরস্কৃত করবার কত শক্তি ধরে সে আমি দেখে নেব। এই—শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আয়।

(সেনানী তাহাদের বন্দী করিতে অগ্রসর হইল)

খালেক। খবর্দ্দার! খবর্দ্দার শয়তান!

তুহ। বন্দী কর—বন্দী কর—

মোয়া। দাদা—দাদা—

খালেক। বন্দী করবে? তার আগে টিপু সুলতানের পুত্রের হাতে এই নে নফর তোর পুরস্কার!

(পাদুকাঘাত)

তুহ। জুতি! উদ্ধত সর্প-শিশু! ভেবেছিলুম জীবন্ত বন্দী করব তোমাদের; কিন্তু এত স্পর্দ্ধা যখন—তখন এই শাণিত তরবারির আঘাতে ই নাও ঔদ্ধত্যের যোগ্য শাস্তি—

(পেশোয়ার প্রবেশ)

পেশোয়া। সে শাস্তি তুমি নাও তুহব্বরজঙ্গ—

(গুলি করিল ; তুহব্বর পড়িয়া গেল, সৈনিক পলাইল)

(টিপুর প্রবেশ)

টিপু। তুহব্বরজঙ্গ! তুহব্বরজঙ্গ! কোথায় সে দেশদ্রোহী বে:মান ?

খালেক। আমাদের বধ করতে এসে—ওই দেখুন সে ধূলিশায়ী!

টিপু। একি! শয়তান নিহত। কে—কে বধ করলে ?

পেশো। আমার মুশ্লিম ভাইদের জীবন রক্ষা করেছি আমি—তাদের এই হিন্দু ভাই মাধবরাও নারায়ণ।

টিপু। মাধবরাও নারায়ণ! মহারাষ্ট্রের মহান্ পেশোয়া! আমি জাগ্রত না স্বপ্নাচ্ছন্ন! মহারাষ্ট্রের মহান্ পেশোয়া, হিন্দু-কুল গৌরব পেশোয়া বাজীরাও-এর বংশধর, আজ তার মুশ্লিম ভ্রাতার গৃহে। এই মুশ্লিম-কুলকলঙ্ক আততায়ীর হাত থেকে, হিন্দু ব্রাহ্মণ তুমি, রক্ষা করলে এই মুশ্লিম বালক দুটীর জীবন! পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ, আজ ভাগ্য-বিড়ম্বিত টিপু সুলতানের এমন কোন ঐশ্বর্য্য নেই—যা উপঢৌকন দিয়ে তোমায় আমি অভ্যর্থনা করি পেশোয়া!

পেশো। অভ্যর্থনার প্রয়োজন নেই মহান্ সুলতান। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তোমার পার্শ্বে না দাঁড়িয়ে…যে মহাপাপ করেছি এতদিন… আজ এসেছিলাম তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু এখানে এসে আমার সেনাপতি হরিপন্থ বিশ্বাসঘাতকতা করল ; সমস্ত বাহিনী নিয়ে সে শত্রুর সঙ্গে যোগ দিল। তাই একা এলুম তোমার পার্শ্বে দাঁড়াতে।

টিপু। পেশোয়া, তোমার সেনাদল যদি বিশ্বাসঘাতক—এ কাল-সময়ে তুমি একা কি কর্ব্বে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে?

পেশো। যতক্ষণ পারি, প্রাণপণে যুদ্ধ করব। ইতিমধ্যে আমার দ্বিতীয় সেনাদল নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব্ব দ্বার দিয়ে স্বয়ং নানাফাড়নাবীশ এসে পৌঁছুবেন—

টিপু। নানাফাড়নাবীশ আসছেন। তা হলে যাও পেশোয়া, এই পথে পেরেলিপাটাল সেতু অতিক্রম করে তুমি তার সঙ্গে সম্মিলিত হওগে—

পেশো। সুলতান—

টিপু। তুমি বুঝছ না! শত্রু আমায় বেষ্টন করে ফেলেছে, আমার মাথার উপরে সহস্র তরবারি ঝুলছে! এ বিপদের সময় তোমায় আমি আমার কাছে এমন নিঃসহায় অবস্থায় রাখতে পারি না। আমি তো মরেছিই, কিন্তু তোমার মত এমন একটী মহাপ্রাণ আমার জন্যে অকালে ধ্বংশ হয়ে যাবে, সে আমি হতে দেব না। যাও—পেশোয়া, তুমি যাও—নানাফাড়নাবীশের সঙ্গে মিলিত হওগে। যাও—

(পেশোয়াকে বাহির করিয়া দিলেন, রুণী বেগমের আহায্য লইয়া প্রবেশ)

রুণী। হজরৎ—

টিপু। কে? রুণী বেগম—

রুণী। আপনার আহার্য্য—

টিপু। আহার্য্য!

রুণী। আপনার এই পুত্র দুটিও অভুক্ত, ওরা আপনার সঙ্গে আহার করবে বলে উপবাসী রয়েছে—

টিপু। এই কিশোর বালক দুটীও উপবাসী! তবে দাও বেগম—

(টিপু সুলতান পুত্রদের লইয়া আহার করিতে বসিলেন ;
ঠিক সেই সময়ে নেপথ্যে তোপধ্বনি)

কি হল! একি ভীষণ আওয়াজ!

(দূতের প্রবেশ)

দূত　শাহানশা, দুষমনেরা তোপ দেগে দুর্গের প্রধান দ্বার ভেঙ্গে দিলে

টিপু　অ্যাঁ—প্রধান দ্বার ভগ্ন!

(আহার্য্য ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

রুণী। উঠবেন না হজরৎ, আপনি উঠবেন না!

টিপু। আর হলো না রুণী বেগম, ওরা বুঝি আর আমায় আহার করতে দিলে না! ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি! শীঘ্র যাও, শাজাদাদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও।

(বাহির করিয়া দিলেন)

কে আছিস্?

(বান্দার প্রবেশ)

আমার পবিত্র কোরাণ—আমার পবিত্র কোরাণ—

(বান্দার প্রস্থান ও কোরাণ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

এসেছিস্—আয়—আয় ভাই, শত্রু দুর্গে এসে পড়েছে! তাতে ভয় কি? ওরে—দে...আমার হাতে বেঁধে দে—আমার এই শেষ যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে আমার পবিত্র কোরাণ···আমার বড় আদরের হেমায়েল সরিফ খানা আমার হাতে বেঁধে দিয়ে যা—হাতে বেঁধে দিয়ে যা—

(কমরুদ্দীনের প্রবেশ)

কমর। হজরৎ—হজরৎ !

টিপু। কমরুদ্দীন খাঁ !

কমর। আর কোন আশা নেই হজরৎ, কাতারে কাতারে শত্রু দুর্গে প্রবেশ করেছে…চলে যান্…আপনি এখান থেকে চলে যান—

টিপু। কখনও নয়…আমার জন্মভূমিকে ত্যাগ করে আমি কোথাও যাব না। জীবন দিতে হয়, যে মাটীতে জন্মেছি সেই মাটীর কোলেই জীবন লুটিয়ে দেব।

কমর। হজরৎ…শাহনশা…

টিপু। তুমি যাও, পেরেলিপাটাল সেতু পথে পেশোয়া ও নানাফাড়নাবীশ আসছেন...দেখ, তাঁরা কতদূরে !

[কমরুদ্দীনের প্রস্থান

আমি যাই, পবিত্র হেমায়েল সরিফ সঙ্গে নিয়ে আমার দেশের জন্য শহীদ্ হতে যাই—

[প্রস্থানোদ্যত

সহসা ইংরেজ সেনানীর প্রবেশ ; সে সুলতানকে গুলি করিল। টিপু পড়িয়া গেলেন ; সেনানী তাহার কোমরবন্ধে রত্নখচিত ছুরিকা দেখিয়া উহা লইবার জন্য লুব্ধ হইল

ইং সেনানী। Ah ! What beautiful diamond…?

সৈনিক ছুরিকা লইতে চেষ্টা করিলে টিপু তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিলেন ক্রুদ্ধ সেনানী পুনরায় টিপুকে গুলি করিল। টিপু পড়িয়া গেলেন

টিপু। ওঃ—পারলুম না—আমার জন্মভূমিকে আর বুঝি রক্ষা করতে

পাল্লুম না! কি করব—আমি কি করব! জন্মভূমি, তোকে বাঁচাতে কেউ আমার পাশে দাঁড়াল না।

কমরুদ্দীন, নানাফাড়নাবীশ ও পেশোয়ার প্রবেশ

নানা। এসেছে, এসেছে সুলতান! তোমার পাশে দাঁড়াতে এসেছে···জাগ্রত মহারাষ্ট্রের বিরাটবাহিনী নিয়ে...একি! সুলতান, সুলতান!—(তাহাকে ধরিলেন)।

টিপু। এসেছ—এসেছ ভাই, এসেছ বন্ধু, তোমার মুশ্লিম ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াতে? কিন্তু যখন এ মিলনের আনন্দ পেলুম, যখন হিন্দু সূর্য্যের আলোর বন্যা দেখলুম···মহীশূর ভাগ্য রবি তখন যে অস্তাচল-পাটে!

নানা। সুলতান—মহান সুলতান—

টিপু। দু'চোখে আঁধার নেমে আসে, আমি যাই, আমি যাই ভাই! আমার দেশ রইল, হিন্দু-মুসলমান তোমরা রইলে। যাবার বেলায় তোমাদের কাছে আমার শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যাই,···আমি পাল্লুম না, কিন্তু তোমরা পারবে,···তোমরা আমার দেশকে রক্ষা কোরো!

নানা। মহাবীর টিপু সুলতান যাকে রক্ষা করতে পারলেন না, আমরা তাকে কেমন করে, কোন শক্তিবলে রক্ষা করব? বলে যান—বলে যান সুলতান, কেমন করে এ দেশকে বাঁচাব···কোন মন্ত্রে বাঁচাব?

টিপু। সে মন্ত্র—হিন্দু মুসলমানের মিলন-মন্ত্র। একা হিন্দু পারবে না, একা মুসলমান পারবে না,—ত্রিংশকোটী হিন্দু মুসলমানের ধাত্রী জননী—এ হিন্দুস্থানকে বাঁচাবে···ত্রিংশকোটী মিলিত হিন্দু মুসলমান!

সে জাগরণ দেখতে হয়তো আবার আসব···আবার এ ভারতভূমিতে জ নেব...আবার এ মাটীকে মা জননী বলে প্রণাম করব ! আজ যাই— আজ বিদায়—বিদায় !

[টিপু নানাফাড়নাবীশের বুকে ঢলিয়া পড়িলেন। সূর্য্য অস্ত গেল। যবনিকা নামিয়া আসিল—সে যবনিকা শুধু নাটকের নয়,—ভারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শেষ যবনিকা]